আয়োজন
Ayojon

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা ১০ জুলাই, ২০০৫ ২৬শে আষাঢ়, ১৪১২ Volume 1 Third Issue 10 July,2005

অরণ্যের সৌন্দর্য

ডঃ নায়লা আজিজ মিতা, অকল্যান্ড

স্বর্গপুরী এই নিউজিল্যান্ড। সমুদ্র, পাহাড় আর ফুলে ভরা অপূর্ব এই দেশে এসে চমৎকৃত হয়েছি অনেক আগেই, ভেবেছি কি অদ্ভুতভাবে খোদা তৈরী করেছেন প্রকৃতিকে - এমন একটি দেশ যাকে কিনা সুন্দর করে তুলতে কোন কৃত্রিম প্রক্রিয়ার প্রয়োজন পড়েনি, সমস্ত সৌন্দর্য প্রাকৃতিক এবং খোদাপ্রদত্ত যেখানে কৃত্রিমতার ছোঁয়ামাত্র নেই - কিন্তু আমি জানতাম না, এই অসাধারণ সবুজ সুন্দর দেশের মাঝে আরও কত চমৎকার লুকিয়ে আছে। আমার সেই অজানা অচেনা জগৎকে জানার সুযোগ করে দিল 'সোসাইটি' - এমন এক organisation যাদের সম্বন্ধে বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না, আর আমি মনে করি তার প্রয়োজনও নেই, কারণ, এমন একজনও আছে বলে আমার মনে হয় না যারা এই সুন্দর organised, strong team টিকে চেনে না।

আমি তাদেরকেই ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করছি যারা আমাকে নিউজিল্যান্ডের এই অরণ্য সৌন্দর্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন আর শত ব্যস্ততার মাঝেও এই trip এর আয়োজন করে একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার সুযোগ করে দিল, অপরদিকে বিনোদন আর প্রশান্তিতে ভরিয়ে দিল আমাদের মনকে।

প্রবাস জীবনে আমরা সবাই কম বেশী ব্যস্ততায় সময় কাটাই, সারাদিন কাজ আর কাজ, ঘরে বাইরে ব্যস্ততার শেষ নেই, এর মাঝে মনে কি সাধ হয়না যে একটু আরাম করি, এমন কিছু করি বা এমন কোথাও যাই, যেখানে শুধু শান্তি আর আনন্দ। কদিন যাবত ভাবছিলাম, আর পারছিনা, ভাল লাগছে না একটানা, একঘেয়েমীতে ভরা এই পড়াশোনা আর কর্মবহুল ব্যস্ত জীবন - যদি ব্যতিক্রম কিছু হতো! হঠাৎ করেই একদিন সকালে শোয়েব ভাই এর কল পেলাম, 'মিতা'পা, যাবেন নাকি ঘুরতে?' ওনার কাছেই শুনলাম সোসাইটি প্ল্যান করছে একটা ট্রিপ এ যাবার, একটা ফরেস্ট ক্যাম্পে যেখানে ইলেক্ট্রিসিটি নেই, সোলার পাওয়ারে চলে সবকিছু, টেলিফোন, মোবাইল কিছুই কাজ করে না। থাকা খাওয়া সব ব্যবস্থা সোসাইটি করবে। চমৎকার এই আইডিয়ার উদ্ভাবক হলেন জামিল ভাই। তিনিই ট্রিপের নাম দিয়েছেন 'জংগলে একরাত'। জামিল ভাই, একরাম ভাই, দাউদ ভাই আর রুবাইয়াত ভাই মিলে নাকি ক্যাম্পিং সাইট ঘুরে পছন্দ করে এসেছেন। অকল্যান্ড থেকে এই জায়গাটি ১১৪ কিলোমিটার দূরে। শোয়েব ভাইয়ের কথা শুনে অসম্ভব ভাল লাগল, মনে হোল, আমার মনের লুকানো ইচ্ছের কথা এরা জানলো কি করে? 'অবশ্যই যাব', জানিয়ে দিলাম। এরপর একে একে একরাম ভাই, জামিল ভাই যোগাযোগ করতে থাকলেন। আমি কল্পনাও করতে পারিনি ওনারা এতটা organised হতে পারেন। Really surprising! ইমেইল এর পর ইমেইল আসতে লাগল প্রায় প্রতিদিন, কিভাবে যাব, কি কি নেব ইত্যাদি। প্রথমে ওদের limitation ছিল যে কজন তারচেয়ে তিনগুন বেশি participant হয়ে গেল।

সবার শত ব্যস্ততার মাঝে সম্পুর্ন ভিন্নধর্মী এই ট্রিপের আয়োজন করা সত্যিই অনেক কষ্টের। এত সময় আর আইডিয়া বের করা কম কথা নয়। কোন ব্যাপারে আমাদের কোন চিন্তাই করতে হয়নি, কারণ একরাম ভাইর ইমেইলে সমস্ত ইনফরমেশনই ছিল।

অনেকে অন্যান্য অনেক প্রোগ্রাম বাতিল করল এই ট্রিপ এ যাবার জন্য। প্রচন্ড উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সবাই দিন গুনতে লাগল, কবে আসবে সেই প্রতিক্ষিত দিনটি?

অবশেষে ২১শে মে, যাত্রা শুরুর দিন এল। ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী আমরা যারা ইস্ট ও সাউথ অকল্যান্ডে থাকি, তারা সকাল নটার আগেই জামিল ভাইয়ের বাসায় হাজির হলাম। আর যারা ওয়েস্ট ও সেন্ট্রাল অকল্যান্ডে থাকে, তারা আসল মাউন্ট এলবার্ট হল এর কারপার্ক এরিয়াতে। এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শোয়েব ভাই আর আমাদের এরিয়াতে জামিল ভাই। সবার গাড়িতে BNZFS Autumn Camping লেখা স্টিকার লাগান হল। যথাসময়ে সবাই রওনা হয়ে ঠিক এগারটার সময় সবাই একত্র হলাম BP Thames এ। এখানে ছিল আমাদের প্রথম যাত্রাবিরতি। দেখতে পেলাম একরাম ভাইয়ের লাগান দিক নির্দেশনা, BNZFS Camping লেখা তীরচিহ্ন যেগুলো উনি খুব সকালে সবার আগে রওনা করে এসে লাগিয়েছেন, যেন কেউ পথ না হারায়। খুবই আশ্চর্যজনকভাবে ববি ডেইজীরাও ঠিক এগারটার সময়ই তাউরাঙ্গা থেকে এসে পৌছাল। দশ পনেরো মিনিট বিশ্রাম সেরে সবাই এবার একসাথে রওনা হলাম Kauaeranga Forest Camp এর উদ্দেশ্যে। এখান থেকে ১৪ কিলোমিটার আঁকাবাকা, কাঁচা রাস্তা। আমার খুব ভাল লাগছিল, মনে মনে গাইছিলাম শ্যামল মিত্রের সেই গান, 'আহা এই বাঁকা যে পথ যায় সুদূরে'। একটু এগোনোর পর অদ্ভুত সে দৃশ্য, দুপাশে ঘনঝোপ, গহীন জংগল,আর মাঝে কাঁচা রাস্তা। মন চলে গেল আমার প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশে, আর গেয়ে উঠলাম রবি ঠাকুরের সেই চির পরিচিত সুর, 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ...'। ঠান্ডা লেগে গলা বসে আছে কদিন যাবত, জ্বর, গলা ব্যথা, কিন্তু এমন সৌন্দর্য দেখে কে চুপ করে থাকতে পারে? নিউজিল্যান্ডে প্রায় সর্বত্রই একইরকম দৃশ্য, তবুও যত দেখি আরও বেশি সুন্দর মনে হয়। ধীরে ধীরে গাড়িগুলি এগিয়ে চলছে, দুপাশে ঘন জঙ্গলের সমারোহ, দূরে পাহাড়, আর পাহাড়ের গায়ে মেঘ, উফ, কি যে অদ্ভুত সুন্দর এসব দৃশ্য। আবারও গুনগুনিয়ে উঠলাম, 'কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা, মনে মনে'। ধন্যবাদ সোসাইটি, যারা আমাদের জন্য চমৎকার এই সুযোগ করে দিয়েছে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল মন পরম করুনাময়ের উপর, যিনি এই বিশ্বে আমাদের পাঠিয়েছেন, দৃষ্টি দিয়েছেন আর উপভোগ করার সুযোগ দিয়েছেন।

দু পাশে ধ্বসে পড়া পাহাড় দেখে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি আমাদের উপর এসে পড়বে। রাস্তার মাঝে মাঝে ঝর্নাধারা, পাহাড় আর পাহাড়ের গায়ে পাথরের সারি, এ দৃশ্য কি বর্ণনা করে বোঝানো সম্ভব? তখনও কি জানি সামনে আরও কত চমক অপেক্ষা করে আছে? চলতে চলতে হঠাৎ করেই পানির কলকল শব্দে চমকে উঠলাম। তাকিয়ে দেখি কিছুক্ষন আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়া পানি পাহাড় থেকে নেমে এসে কলকল ধ্বনিতে ছোট্ট কালভার্টের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে পাথরের নুড়ি পাহাড় থেকে এসে পড়ে রাস্তা বন্ধ হবার উপক্রম করে রেখেছে। একদিকে যেমন এ দৃশ্য দেখে হৃদয় আনন্দে আত্মহারা, অপরদিকে ভাবছিলাম, রাস্তা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে ফিরব কিভাবে? এভাবে আমরা পর পর কয়েকটি ঝর্না পার হলাম, আমাদের আগে থেকে সাবধান করা হয়েছিল যে রাস্তা ভাল না। তারপরেও মনে হচ্ছিল, এ পথ যেন শেষ না হয়, গাইছিলাম 'এই পথ যদি না শেষ হয়' হেমন্তের সেই জনপ্রিয় গানটি।

একসময় এসে পৌছলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে, সারা রাস্তা যেমন কোন বাড়ীঘর, মানুষজন, দোকানপাট দেখিনি, তেমনি এই এলাকাও গহীন জঙ্গলের মাঝে লোকালয়হীন এক নীরব প্রান্তর। জামিল ভাই এত সুন্দর জায়গা কি করে খুঁজে পেলেন? গহীন বনের ভেতর চারদিকে বারান্দা দিয়ে ঘেরা গাছের লগ দিয়ে তৈরী এক বিশাল ক্যাম্প। পিছনে বড় মাঠ। সাথেই ছোট আর একটি ক্যাম্প, যেটির নাম বয়েজ ব্রিগেড। আমরা বারটার দিকে পৌছলাম, গাড়ী পার্ক করে একটু সামনে এগুতেই দেখি একরাম ভাই, ফৌজিয়া আর ওনাদের ছেলে এহসান দাঁড়িয়ে আছে সবাইকে রিসিভ করার জন্য। ওনারা আগেই পৌছে সব তদারকি করে রেখেছেন। একরাম ভাই আর ফৌজিয়া সবাইকে ছেলেদের আর মেয়েদের রুম, বাথরুম দেখিয়ে দিল। বড় ডাইনিং হলে সবাইকে জড়ো করে নাম ধরে ধরে ডেকে কনফার্ম করা হলো কারা কারা এসেছে। জানতে পারলাম আমরা সর্বমোট ৮৬ জন এসেছি। নিঃসন্দেহে বিশাল একটি গ্রুপ। এরপর আমাদের দুদিনের কার্যক্রম জানিয়ে দেয়া হল, যদিও আমরা আগেই সেসব ইমেইলে জেনেছি। এরপর এল খাওয়াদাওয়ার পালা। Really surprizing! আমি নিজে vegetarian বলে আমার খাবার সাথে করে নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেসব কিছুই নামাতে হলনা গাড়ী থেকে। একে একে খাবার এল প্যাকেট করা sandwich (Tuna, Vege, Egg - White + Brown bread), fruits, chips, buiscuits, drinks, চা। আগের রাতে লিসা, রুবাইয়াত, সুমন, শমী আর শোয়েব ভাই মিলে দুশো sandwich তৈরী করেছেন, একেবারে দোকানের মতই।

পৃষ্ঠা ১
অরণ্যের সৌন্দর্য
পৃষ্ঠা ২
সম্পাদকীয়
পৃষ্ঠা ৩
রম্য রচনা
দেশে বিদেশে
পৃষ্ঠা ৪
জাতীয় কবি নজরুল
পৃষ্ঠা ৫
ই-ডাইরাস
পৃষ্ঠা ৭
যক্ষা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা
ফিচার
পৃষ্ঠা ৮
স্বাস্থ্য আলোচনা
নিউজিল্যান্ড কর্মজীবনের
প্রথম পথ প্রদর্শনের
জন্য অকল্যান্ড প্রাদেশী
প্রবাসী কেন্দ্রানয়
Make Poverty History
পৃষ্ঠা ৯
কবিতা
পৃষ্ঠা ১০
কথোপকথন
সুস্বাস্থ্যের জন্য পানীয়
পৃষ্ঠা ১১
BNZFS Activities
পৃষ্ঠা ১২
শব্দ-জব্দ

Publisher: Dr Ekramul Hoque
Ph: 620 9970 email: e.hoque@bnzfs.org
Editor : Lisa Shoeb
Ph: 818 1625 email: lisa@bnzfs.org
Editorial Board: Dr Ekramul Hoque, Lisa Shoeb, Shahriar Khan, Fauzia Hoque, Mortoza Shoeb
Design and Page Layout: Lisa Shoeb
Photography: Dr Ekramul Hoque, Dr Jamil Ahmed, Mortoza Shoeb, Rubaiyet Khan, Mustafizur Rahman
Advertisement Manager: Rubaiyet Khan
Ph: 846 8830 email: r.khan@bnzfs.org
Published by: Bangladesh New Zealand Friendship Society
Ayojon is published quarterly with approximate circulation of 1000 copies around Auckland. Copies are also available from selected outlets and online (http://ayojon.bnzfs.org/).
Opinions expressed in Ayojon are solely those of the writers and are not necessarily endorsed by the publication or its publishers.

Acknowledgement: This publication is supported by ASB Trust

© Copyright 2004-2005 BNZFS.
All rights reserved.

সম্পাদকীয়

আসসালামু আলাইকুম।

আমরা আবারও আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আপনাদের প্রিয় পত্রিকা আয়োজন। অনেক গল্প, কবিতা, খবর , প্রবন্ধ, আর আপনাদের প্রিয় হাসি-ঠাট্টা দিয়ে ঢেলে সাজিয়েছি এবারের আয়োজন। সোসাইটির কার্যক্রমের কিছু ছবি রয়েছে শেষের দিকে, আপনারা অনেকেই অনুরোধ করেছেন আমাদের ক্যাম্পিং এর ছবি দেবার, তাই এবার ক্যাম্পিং এর বেশ কিছু ছবি রয়েছে । আরও রয়েছে নিয়মিত বিভাগ কথোপকথন, স্বাস্থ্য আলোচনা, দেশে বিদেশে। সময় স্বল্পতার কারণে শব্দ-জব্দ তৈরি করা সম্ভব হয়নি, তবে পরবর্তী সংখ্যা থেকে অবশ্যই শব্দ-জব্দ দেখতে পাবেন।

সবার জন্য রইল অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

লিসা শোয়েব।

প্রথম পাতার পর...

এরপর জোহরের নামাজের পরে সবাই প্রস্তুতি শুরু করল bush hiking এ যাবার। মহিলাদের নেতৃত্বে আছে ফৌজিয়া আর পুরুষদের রুবাইয়াত। (বলা বাহুল্য bush hiking এ যাবার জন্য জুতা নেবার কথাওআমাদের আগেই ইমেইল এ জানিয়েছিলেন একরাম ভাই)। আমার ঠান্ডা, কাশি, জ্বর বলে বেরুতে চাচ্ছিলাম না, কিন্তু যাবনা যাবনা করেও মনকে আটকাতে পারলাম না, জুতা বদলে রওনা হলাম। ছয়জন ভলান্টিয়ারের হাতে ছয়টি ওয়াকিটকি (এগুলো শমী নিয়ে এসেছিল, পুরোটা ট্রিপেই খুব কাজে দিয়েছিল)। এর মধ্যে ফৌজিয়ার হাতে একটি। সেটি নিয়ে অনেক দুস্টামি আর মজা করলাম আমরা। হাটতে হাটতে একসময় এসে পৌঁছলাম গহীন জঙ্গলের সামনে, যেখানে সাইনবোর্ডে লেখা Catleys Track, Tarawaere Damn Track: 40 Minutes। চরম উৎসাহে আমরা সেদিকে বাঁক নিলাম। এই ওয়াকিং ট্র্যাকগুলোর দুই পাশে ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে পাহাড়ী ঝর্নার অবাধ্য জলরাশি কলকল শব্দে জানিয়ে দিচ্ছে তাদের উপস্থিতি। এত পরিস্কার স্বচ্ছ সেই পানি, মনে হচ্ছিল পা ডুবিয়ে বসে থাকি। রাস্তার মাঝে মাঝে দড়ি দেয়া কাঠের সাঁকো, ভয় মেশানো অন্যরকম এক অনুভূতি নিয়ে চললাম আমরা। রাস্তায় পড়ে থাকা ডালপালা, পাতা বাধা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু আমরা কি সেই বাধা মানি? সেগুলো সরিয়ে সরিয়ে এগুতে লাগলাম, অনেকে ভাবছিল, আর কি এগুনো সম্ভব? কিন্তু কোন বাধাই আমাদের আটকাতে পারল না। একদিকে ছবি আর ভিডিওর গল্প আর অন্যদিকে মজার মজার কথা আর গান। কারও ক্যাম্পে ফেরার ইচ্ছে নেই। অবশেষে আমরা ফিরতে চাইলেও সিদ্দিক ভাই শুনবেন না, আরও যাবেন । কিন্তু আমাদের অনেক প্রোগ্রাম, তাই ক্যাম্পে ফিরতেই হলো। ফিরে দেখি আর এক চমক! বাংলাদেশী খেলা হবে, ছেলেদের জন্য হাডুডু আর দাড়িয়াবান্ধা আর মেয়েদের জন্য গোল্লাছুট। অবাক লাগে ভাবতে এসব খেলার আইডিয়া ওনারা কেমন করে পেলেন? আমি বারান্দায় বসে ওদের খেলা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, আমাদের দেশে কত সুন্দর সুন্দর মজার খেলা আছে, যেগুলির কথা আমরা মনেই করি না। বিদেশী খেলা ক্রিকেট, রাগবীর উপর এতই ঝুকে ছিলাম যে ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের ছেলেমেয়েদের স্বদেশী খেলাগুলো শেখানো জানানো উচিত।

ওদিকে রান্নার জোড়সোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। দেখছিলাম হাড়ি হাড়ি কাঁচা মুরগী, চালডাল মসলা, টমেটো, গাজর - ভাবছিলাম কখন কে/কারা রাঁধবে? এতগুলি মানুষের রান্না কি করে সম্ভব? হঠাৎ একসময় ফৌজিয়া এসে আমার হাতে লুডু দিয়ে বলল, 'তোমার শরীর খারাপ, তুমি লুডু খেল'। (এরা লুডুও এনেছে!) আমি তখন ধ্রুব (শিমুল-শাখীর ছেলে), প্রিয় (ববি-ডেইজীর ছেলে) আর শেহরীন (সোবহান ভাইয়ের মেয়ে) কে নিয়ে খেলতে বসে গেলাম। আমি বিশেষত বাচ্চাদের সাথে সময় কাটাতে বেশী পছন্দ করি, তাছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল ওদের খেলাটি শেখানো। ওরা খুবই এনজয় করল, আমিও মজা পেলাম।

বিকেল ৪ টায় একরাম ভাই ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে বৈকালীন চা এর জন্য আহ্বান করলেন। চা নাস্তা খেয়ে আসর এর নামাজ পড়ে খেলার দ্বিতীয় অধিবেশন। এবার ছেলেরা খেলবে ডাঙ্গুলী আর মেয়েরা সাতচারা। খুবই মজা হল। সন্ধ্যা হয়ে এল। ৬ টায় মাগরিবের নামাজ শেষে সবাই হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় বদলে রাতের পর্বের প্রস্তুতি নিতে লাগল। আমাদেরকে ঠিক রাত ৮টা বাজার দশ মিনিট আগে ডিনার টেবিল রেডি করবে বলে হল খালি করতে বলল, অবাকই হলাম। ঠিক ৮ টায় ওরা আমাদের সামনে হাজির করল গরম ধোঁয়া ওঠা ভুনা খিচুড়ি, মুরগীর মাংস, সালাদ, আচার, কাঁচামরিচ, এমনকি লেবুও! গন্ধেই মন জুড়িয়ে গেল। এত মানুষের মাঝে প্রতিটি প্লেটে ন্যাপকিন দিতেও এরা ভোলেনি।

খাবার শুরু করার আগে দেলোয়ার ভাই-ভাবী ওনাদের ছোটমেয়ে রিফার ১৬তম জন্মদিন পালন করল বিশাল এক কেক কেটে।

খাবারের গন্ধ আগে থেকেই পাচ্ছিলাম, কিন্তু এত মজা হবে ভাবতে পারিনি। লিসা, রুবাইয়াত, তানি, শাম্মী ভাবী, রিয়া, আরও অনেকে রান্নাঘরে কাজ করেই যাচ্ছে। লিসাকে দেখেছি, কোলে ইকরাকে নিয়ে সব করছে, ওদিকে মুখেও তার হাসি লেগেই আছে।

রাতে খাবার পরে বারান্দায় বসে বসে ভাবছিলাম, আরও কটা দিন যদি থাকতে পারতাম। আরও অনেক জায়গাই তো ছিল, এত হোটেল, মোটেল ছেড়ে বনের ভেতর এই জায়গাটা বেছে নেবার উদ্দেশ্যই বুঝি প্রকৃতিকে একটু অন্যভাবে উপভোগ করা। যেখানে কোন ইলেক্ট্রিসিটি নেই, solar power (১২ ভোলটেজ), বেশিক্ষন এবং বেশিদূর আলো থাকে না। শুধু ঘরের ভেতর হাল্কা আলো। আর চারদিকে ঘন অন্ধকারে ঢাকা গহীন বন, যেখানে চাঁদের আলো এসে আলোকিত করে, জোছনায় ছেয়ে যায় সমস্ত এলাকা। বনের ভেতর দিয়ে অনেকগুলো walking track আছে। একটি damn ও আছে।

রাতে বিশাল বড় মাঠটির এক কোণে রাজিব, সুমন, শাহরিয়ার, শমী এবং আরও কয়েকজন কাঠ জড়ো করে আগুন জ্বেলে পাশে গাড়িতে গান বাজাচ্ছিল আর সাথে সাথে গাইছিল, নাচছিল। আমরা কজন গিয়ে ওখানে ছবি তুললাম। হল ঘরেও ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। বারান্দায় গাছের গুড়ি কেটে বানানো কিছু চেয়ারে বসে সিলেটের কথা মনে করছিলাম। সেই চা বাগানের ঠিক এমনি গাছের গুড়ির চেয়ার টেবিলের কথা। এই ক্যাম্পটিরও টিনের চাল আর দেয়ালগুলি গাছের লগ দিয়ে তৈরী। এই ক্যাম্পটি বিশেষত boys scout দের জন্য তৈরী। রুমের বিছানাগুলি বাংক সিস্টেম।

বেশি রাতে যখন বৃষ্টি শুরু হল - সে আরেক সৌন্দর্য। টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ কি যে ভাল লাগল! কিন্তু এত ভাল লাগার মাঝেও আমি যখন আমার দেশকে তুলনা করলাম, মনে হল সে আরও সুন্দর, আরও প্রাণবন্ত। সেখানে ঝড়ের দিনে টিনের চালে আম পড়ার শব্দ এখানে কই? এখানে গহীন বনে আছে শুধু নিস্তব্ধতা, অন্ধকার, কিন্তু কই সে জোনাক পোকা

আর ঝি ঝি ডাক?

খাওয়া শেষে সব টেবিল সরিয়ে অনেকগুলো বেঞ্চ একত্র করে উপরে কার্পেট বিছিয়ে স্টেজ বানানো হল। পিছনে টানানো হল সোসাইটির বড় একটি ব্যানার। দুপাশে বাংলাদেশ আর নিউজিল্যান্ডের পতাকা। জ্বালানো হল বাংলাদেশী হ্যাজাকবাতির মত লাইট, যেগুলো জামিল ভাই নিয়ে এসেছেন। জেনারেটর চালিয়ে সাউন্ড সিস্টেম লাগানো হলো। তারপর শুরু হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রথমে সবার অনুরোধে সিদ্দিক ভাই জোকস বলে সবাইকে অনেক হাসালেন। তারপরে শাখী 'আজ জোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে' গানটি দিয়ে শুরু করলো। গহীন বনের মাঝে আলো আঁধারীতে শাখীর ভরাট কণ্ঠে গানটি কি যে ভাল লাগছিল, মনে হচ্ছিল রবীঠাকুর এই গানটি বুঝি আজ রাতের জন্যই লিখেছিলেন। এর পরে এল রিয়া - ওর গলা কোকিলের সাথে তুলনা করার মত। যেমন মিষ্টি দেখতে, তেমনি মিষ্টি গলা, ও কিছু আধুনিক গান শোনাল। আর ওর স্বামী পার্থদা তো প্রথম থেকে একনাগাড়ে তবলা বাজিয়েই যাচ্ছেন। ওনাকে সবাই বলে non-stop machine. এরপর মিষ্টি গলায় রিয়া গাইল দুটি আধুনিক গান, তারপর দিলরুবা ভাবী শোনালেন দুটি নজরুল গীতি। খুব দরদ দিয়ে গান দুটি গেয়ে আমাদের মন ভরিয়ে দিলেন। এরপর ছোট্ট একটি খেলা হল। লিটন ভাই একটি গিফট ডোনেট করেছেন - যেটা অনেকগুলো কাগজ দিয়ে র‍্যাপিং করা হয়েছে, একেকটা কাভারে একেকটা মজার মজার comment লেখা, যে যাকে সেই comment এর যোগ্য মনে করবে, প্যাকেটটা তার হাতে দেবে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে প্যাকেটটা লোপা ভাবী পেলেন, যেটি ছিল সুন্দর একটি জুয়েলারী বক্স। তারপর সুমন দুটি গান আর খুব সুন্দর দুটি কবিতা শোনাল। এরপর শুরু হল আন্তাক্সারী, ছেলেরা বনাম মেয়েরা। যদিও জোড় গলায় বলেছিলাম আমরা জিতব, কিন্তু ছেলেরাই জিতল। যে নাসির ভাইকে শত অনুরোধেও গান গাওয়ানো যায়না, তিনিও গান গাইলেন। সারারাত গানবাজনা, গল্পের পাশাপাশি কিন্তু খাওয়াদাওয়াও সমান ভাবে চলছে, কিছুক্ষন পরপর চা, মুড়িমাখানো, বিস্কিট। গহীন জঙ্গলের মধ্যে বসে মুড়ি মাখানো খাওয়া আর গান শোনা, উফ্, সে এক অন্যরকম উপলব্ধি। চুলার তাপে দেরী হচ্ছিল বলে ডাঃ ডিটু বারবার বাইরে মাঠে ক্যাম্পফায়ার থেকে পানি গরম করে আনছিলেন।

এরপর সবার অনুরোধে স্টেজে উঠলেন শোয়েব ভাই, যে কিনা সবসময় সবাইকে উৎসাহ দেন, সবার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানো আর প্রচার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, কিন্তু নিজেকে রাখেন অন্তরালে, ঠিক তেমনি স্বভাবের হল তার স্ত্রী লিসা, অসম্ভব গুণবতী এই মেয়ে কখনও প্রকাশ্যে কিছু করবে না, অথচ নিঃশব্দে সারাক্ষন কাজ করে যায়। একদিকে ছোট্ট বাচ্চা ইকরা, ঘরসংসার, অন্যদিকে কম্পিউটার আর সোসাইটি, তার উপর প্রতিভাবান স্বামীকে গানের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া - সবই সে একসাথে করে যাচ্ছে। (Editor's note: The above paragraph has not been edited in any way :))

আমরা শোয়েব ভাইয়ের গান শুনতে বসলে ওকে থামতে দেই না, ওর গলায় গোলাম আলী, মেহেদী হাসানের গজলগুলি শুনলে মনে হয়, ওরাই বুঝি ওকে শিখিয়েছে। কি যে অদ্ভুত গায়, যে না শুনেছে, সে কখনও বুঝবেনা। ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত আমরা ওর গান শুনলাম। তারপর ধরলাম একরাম ভাইকে, উনি যে ভাল গান গাইতে পারেন, কিছুদিন আগেই জেনেছি। উনিও এমন একজন ব্যক্তিত্ব, যে কিনা আত্মপ্রচার একেবারেই পছন্দ করেন না। চুপচাপ কাজ করে যাচ্ছেন। আর ওনার স্ত্রী ফৌজিয়া যে কিনা একজন ব্যস্ততম স্কুল টিচার হয়েও ছোট্ট ছেলে এহসানকে নিয়ে স্বামীকে এই অর্গানাইজেশন চালাতে সার্বিক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

সবার গানের সাথে পার্থদা তবলা বাজিয়ে আর প্রবীরদা খোল বাজিয়ে আসরকে আরও জমিয়ে তুলেছেন।

ভোর যখন ছ'টা, তখন আর কি ঘুমাব? শোয়েব ভাই বললেন, 'চলেন ভূতের গল্প বলি'। বলে সত্যি সত্যি ভূতের গল্প জুড়ে দিলেন। সাথে আমার স্বামী মুস্তাফিজও যোগ দিল। কাউকে বলিনি কিন্তু আমি আসলে ভূত ভয় পাই। কিছুক্ষন পর সবাই ভাবলাম এবার একটু ঘুমানো উচিৎ। যে যার রুমে চলে গেল। আমরা আর রিয়া পার্থরা হল রুমেই রইলাম। কিছুক্ষন পরে ফৌজিয়া এল নাস্তা বানাতে, এভাবে সকাল শুরু হল। ফজরের নামাজ শেষে কেউ কেউ একটু হাটতে গেল, কেউ তাস নিয়ে বসল, বৃষ্টি হচ্ছিল বলে ঘর থেকে কেউ খুব একটা বেড়ু হল না। সকাল ৮টায় আমাদের নাস্তা দিয়ে আবার ওরা রান্নায় নেমে পড়ল, আর এদিকে ফৌজিয়া দশ বছরের ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাংলা শিক্ষামূলক গল্প বলতে বসল। আর অন্যদিকে একরাম ভাই আর শোয়েব ভাই বড় ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন দিক (সাধারণ জ্ঞান, ভূগোল, বিজ্ঞান) নিয়ে কুইজ সেশনে বসল। আমার এত ভাল লাগছিল এসব দেখে, মনে হচ্ছিল, আমাদের ছেলেমেয়েদের কতকিছু জানা উচিৎ, অথচ আমরা সেগুলোর জন্য সময় বেড় করতে পারিনা। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল সোসাইটির উপর - যারা এই ট্রিপে শুধু বিনোদনই নয়, অনেক শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেছেন। একরাম ভাইয়ের ইমেইলে পাঠানো ইনস্ট্রাকশনে ছিল, একে অপরের প্রতি যেন শ্রদ্ধাবোধ থাকে, বড়দের প্রতি যেমন ছোটদের সম্মানবোধ তেমনি ছোটদের প্রতিও যেন বড়দের সহমর্মিতা, স্নেহ, যত্ন থাকে। আমি লক্ষ্য করেছি, সবাই এগুল অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে, যতভাবে সম্ভব পরিবেশকে সুন্দর রাখার চেস্টা করছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বসে নেই, দেখি জামিল ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা তাদের সংগীসাথী নিয়ে কোথায় কোন কাগজের টুকরা, টিস্যু পেপার পড়ে আছে সেগুলি কুড়াতে ব্যস্ত। লিসা, তানি, রুবাইয়াৎ, রিয়া, পার্থ আরও কজন রান্নাঘরে কাজ করে চলেছে। আর এদিকে ফৌজিয়া, লিবলু, লাকী আরও অনেকে বাথরুম আর রুমগুলো পরিস্কার করছে।

ছোট ছোট বাচ্চা যেমন ইকরা, আয়না, নভো, আরও কজন, এদের মুখেও হাসি লেগেই আছে। তাদের দেখে মনে হচ্ছিল, ছুটি উপভোগ করার এই আনন্দ তারাও আমাদেরই মত অনুভব করছে। আমি ফাস্ট এইড কিট নিয়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহ্‌র রহমতে সেটার প্রয়োজন পড়েনি। সাড়ে ১১টার ভেতর লাঞ্চপ্যাক রেডি হয়ে গেল। একরাম ভাই বিদায়ী বক্তব্য রাখলেন, আর শোয়েব ভাই, সিদ্দিক ভাই সবাইকে ধন্যবাদ জানালেন। নাসির ভাই আমাদের সবার তরফ থেকে সোসাইটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'থ্রি চিয়ার্স ফর সোসাইটি' বলে শেষ করলেন। পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী আমরা ১২টার দিকে বাড়ি ফেরার জন্য রওনা হলাম। আমাদেরকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ওনারা সব ক্লিন করে তারপর ফিরলেন।

স্বপ্ন তো দেখে অনেকেই, কল্পনার জগতে ভাসতে ভাসতেই আমরা দিন কাটিয়ে দেই। আমাদের মনের গভীরে লুকিয়ে আছে কত সাধ, কত ইচ্ছা, এই করব, সেই করব, করতে পারি কজনে? সেরকমই কিছু ভাবনা (বিশেষ করে আমার) বাস্তবে রূপ নিল সোসাইটির এই অতুলনীয় উদ্যোগে যা কিনা আমাদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কামনা করি, শক্তিশালী এই অর্গানাইজেশন ভবিষ্যতে যেন আরও সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান আর আয়োজন উপস্থাপন করে সবাইকে এভাবে চমক লাগিয়ে দিতে পারে।

রম্য রচনা

কুতুব আলীর স্বপ্নভঙ্গ

বিবেকানন্দ, অকল্যান্ড

কুতুব আলীর বহুতদিনের স্বপ্ন রাজা হইবে। রাজা না হইলেও কমসে কম প্রধানমন্ত্রী তো তাকে হতেই হইবে। তাও যদি ভাগ্যে না জোটে যেকোন মন্ত্রিত্বও তার চলবে। তার শুধু চাই রাজ্যসভার একটি সদস্যপদ। এটা পেতে সে সবকিছু দিতে প্রস্তুত। যাকে প্রয়োজন পদলেহন করতে সে তৈরী। সে বলে, ''আজকের জগৎটাই যে এমন ভাই, জোর যার মুল্লুক তার।''
অনেকদিনের এ সখ পূরনে কুতুব আলি এবার মাঠে নামল। কিন্তু হায়! হায়! মাঠে নেমেই কুতুব আলী চোখে অন্ধকার দেখে। ''দেশে এইসব হইতাছে কি?'' জনগন নাকি বছর দু'য়েক আগে কি এক নতুন নিয়ম চালু করছে। রাজ্যসভায় ঢুকতে হইলে আজব এক বাধাঁ উতরাইতে হবে। নাম দিছে ''নির্বাচন'', ''এইটা আবার কি জিনিস?'' ভাবে কুতুব আলী। এতকাল তো সে জানত রাজ্যের কয়েক মোড়লের পদলেহন করলেই রাজ্যসভায় সুযোগ পাওয়া যায়। আর এখন কিনা রাজ্যের লোকের মন জিততে হবে!! বলে কি লোকে!! এটা কি সম্ভব!! মানলাম রাজ্যের লোকসংখ্যা বেশী না কিন্তু হাজার হাজার লোকের পা চাঁটা কি সম্ভব? আর পা-ই যদি চাঁটা না যায় তাইলে সে এত লোকের মন জয় করবে কিভাবে? আর তারাই যদি হয় তার ভাগ্যের নির্ধারক তবে তাদের মন জয় ছাড়া তার এতদিনের স্বপ্ন সফল হবে কিভাবে?
কুতুব আলী অনেক ভাবল। দিনে ভাবল, রাতে ভাবল। অনেক ভেবে চিনতে গেল তার গুরুর কাছে। গুরু বহুতদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিক। গুরু ভাবে,''এই তো পাইছি আমার খাস শিষ্য। রাজ্যসভায় এমন লোকই তো দরকার, যে আমার উপর কোন কথা বলবে না।'' ঝানু রাজনীতিক তার নব্য শিষ্যকে বলে, ''চিন্তা নাই, হে বৎস!এ সবই রাজনীতির খেলা। তুমি শুধু খেলে যাও আমি যেভাবে তোমাকে বলি।''
রাজ্যসভার সভা আজ। কুতুব আলীর খুবই টেনশন! সে জানে তার জন্য রাজ্যের বাইরে থেকেও সাপোর্টার যোগাড় হয়েছে। পান থেকে চুনটি খসলেই বিরোধীদের দেখে নেবে তারা। গুরু বলেন, চিন্তা কি? কিন্তু পাবলিকের মতিগতি তো আর কুতুব আলী বোঝে না। তার ভরসা, তার গুরুরা- দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে যারা আলোকিত, পাবলিক রিঅ্যাকশনে স্বতঃস্ফূর্ত।
সভার শুরুতেই কি যেন কি হল। কে যেন কাকে কি বলল! কে কাকে ধরল! আর হওয়ার মধ্যে যা হল, কুতুব আলীর মাথায় চেয়ার পড়ল। কুতুব আলী তাকায় চারদিকে। খোঁজে তার বহু আশার আলো গুরুদেবকে। কিন্তু হায়!! গুরু যে বহু আগেই পগার পার। আর কুতুব আলীর ভাড়া করা সমর্থকেরা? তারা তো তাদের কাজ-ই সেরেছে। আরও দু'জনের মাথায় চেয়ার ভেঙ্গে পালিয়েছে।
রাজ্যসভার পাইক পেয়াদারা খুঁজে বেড়ায় ঘটনার হোতাদের। কিন্তু তাদের কি আর পাওয়া যায়? তারা যে বহুদিনের পোড় খাওয়া রাজনীতিক। তাদের হাত থাকে পাবলিকের শিড়ায়। পশুরা যেমন বুঝতে পারে ভূমিকম্পের আগমন ধ্বনি, তারাও বুঝতে পারে পাবলিকের রিঅ্যাকশন। কিন্তু হায় কুতুব আলী!! স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে গেল। হওয়ার মাঝে যা হল হাতে হাতকড়া পড়ল।
রাজনীতি - এতো রাজার নীতি। কুতুব আলীর মতো সোজাসাপ্টা মানুষ কেন যে তার স্বপ্ন দেখে? আর কেন যে রাজ্যসভায় যেতে চায়? তারা বোঝে না এখন আর সেই দিন নাই। পাবলিক এখন সব বোঝে। কে যে কতোটা পারজাম পাবলিক তা ভাল মতই ওয়াকিবহাল। কাজেই কুতুব আলী, গুরুর পিছে ছুটে আর কি হবে, পাবলিকের জন্য কিছু কর, অন্ততঃ ভাল কিছু করতে না পারলে গুরুদের খারাপ কাজের প্রতিবাদ কর। তাহলে রাজ্যসভার সদস্যপদ নয়, রাজার সিংহাসনটাই তোমার হবে।

দেশে - বিদেশে

টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্র আবারও জ্বলছে

গত সপ্তাহে সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে আবার ভয়াবাহ অগ্নিকান্ড ঘটেছে। কানাডিয় কোম্পানী নাইকো সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসকূপে খনন কার্য চালাতে গিয়ে মাত্র সাড়ে পাঁচ মাসের মধ্যে দ্বিতীয় দফা এই বিস্ফোরণ ঘটালো। উক্ত অগ্নিকান্ডের ফলে আশেপাশের জনমানুষের মাঝে চরম আতংক ছড়িয়ে পড়ে। আশেপাশের লোকজনকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। পূর্বের অগ্নিকান্ডে টেংরাটিলার মজুদ গ্যাস থেকে প্রায় ১ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পুড়ে গেছে, যার মূল্য ১০ কোটি টাকা। নাইকোর কর্মকর্তারা বলেছে - গ্যাসের মজুদ না ফুরানো পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে এই আগুন। উল্লেখ্য, টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের প্রমাণিক মজুদ গ্যাসের পরিমান তিন শতাধিক বিলিয়ন ঘনফুট, যার ন্যুনতম বাজার মূল্য ৩ হাজার কোটি টাকা। ঢাকা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আনোয়ারুল আজিমকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে এই কমিটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবে।

বাংলাদেশের কাছে বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান অষ্ট্রেলিয়ার হার

গত মাসে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত একদিনের সীমিত ওভারের খেলায় বাংলাদেশ বিশ্বের সেরা ক্রিকেট দল ও বিশ্ব ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ান অষ্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে ক্রিকেট প্রেমীদের অবাক করে দেয়। অষ্ট্রেলিয়াকে ক্রিকেটের জন্মভূমিতে হারিয়ে দিয়ে প্রমান করেছে যে বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রে মর্যাদার সাথে টিকে থাকতে এসেছে। বাংলাদেশকে দুর্বল ভাবার দিন এখন শেষ হয়েছে। এখন কেবল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিন। অনেক দিনের প্রতীক্ষার পর বিশ্বব্যাপী এমন একটা হৈ-চৈ ফেলে দেয়া আনন্দ উপহার দেয়ার জন্য কোচ কর্মকর্তাসহ জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের প্রাণঢালা অভিনন্দন।

উজানের ঢলে বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষ পানিবন্দী

সম্প্রতি বাংলাদেশে আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণের পাশাপাশি সীমান্তের ওপারে উজানের অনেক ব্যারেজের স্লুইস গেট খুলে দেওয়ার ফলে দ্রুত নেমে আসা ঢলের পানিতে উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে শত শত গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। এতে হাজার হাজার মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলো হচ্ছেঃ গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, শেরপুর (বগুড়া), সিরাজগঞ্জ, জামালপুর ও সিলেট। অনেক এলাকায় নদীর পানি বিপদসীমা ছুঁই ছুঁই করছে এবং ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। আবাদী ফসল ও সব্জীও ডুবে গেছে।

২০০৫-০৬ সালের জাতীয় বাজেট ঘোষনা

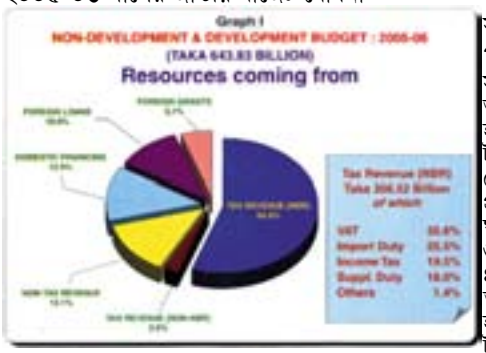

সম্প্রতি অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী এম সাইফুর রহমান আগামী অর্থ বছরের জন্য ৬৪ হাজার ৩শ' ৮৩ কোটি টাকার জাতীয় বাজেট ঘোষনা করেছেন। প্রস্তাবিত এই বাজেটে ঘাটতি ১৮হাজার ৬শ' ৬১কোটি টাকা যা প্রবৃদ্ধির ৪ দশমিক ৫ শতাংশ। তবে বিদেশী অনুদানের ৩ হাজার ৩শ' ৫ কোটি টাকাকে রাজস্ব আয়ের সাথে মিলিয়ে হিসাব করে নীট ঘাটতি দেখানো হয়েছে ১৫ হাজার ৩শ' ৫৬ কোটি টাকা। রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা দেখানো হয়েছে ৪৫ হাজার ৭শ' ২২ কোটি টাকা এবং রাজস্ব ব্যয় ৩৫ হাজার ৫শ' ২৩ কোটি টাকা। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ধরা হয়েছে ২৪ হাজার ৫শ' কোটি টাকা। এই বাজেটে অনুন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ৩৮ হাজার ৮২ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয়েছে ২৬ হাজার ৫৫৪ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন ব্যয় মিলিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সর্বোচ্চ ব্যয় ৫ হাজার ৬৫৯ কোটি টাকা হলেও উন্নয়নে সর্বাধিক ৪ হাজার ৮০৮ কোটি টাকা ব্যয়ে হবে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মোট ব্যয় ৪ হাজার ২৪০ কোটি টাকা, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৪ হাজার ২৪৩ কোটি টাকা, কৃষিতে ২ হাজার ২১৩ কোটি, জ্বালানি ও খনিজে ১ হাজার ২১ কোটি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ১ হাজার ৭০৩ কোটি, পরিবহন ও যোগাযোগে ৪ হাজার ৮৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। আগামী অর্থবছরের বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বর্তমানের দ্বিগুন অর্থাৎ ১২শ' কোটি টাকা করা হয়েছে। এবার বাড়তি শুল্ক প্রস্তাবের ফলে মূল্য বৃদ্ধি পাবার সম্ভবনা রয়েছে মোবাইল ফোনের সিমসহ ফ্লাট বাড়ী, ১৫শ' সিসির উপরের গাড়ী, গাড়ির যন্ত্রাংশ, কঙ্ক্রিট মিক্সার লড়ী, স্ক্রাপ জাহাজ, টেপ রেকর্ডার, মোবাইল সেট, মোবাইলের চার্জার, আমদানীকৃত মিনারেল পানি ও ফলের জুস, ডিটারর্জেন্ট, আমদানীকৃত ব্লেড, বৈদ্যুতিক বাল্ব ও ফিটিংস, ফার্নিচার, লোহা এবং ষ্টিলের বিভিন্ন ধরনের এংগেলের। সেই সাথে দাম কমে আসতে পারে সার, পরিশোধিত ভোজ্য তেল, ক্রুড পাম তেল, লবণের কাঁচামাল, বিড়ি, চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত কেমিক্যাল ও ডাইস, বস্ত্র শিল্পে ব্যবহার্য যন্ত্রাংশ ও যন্ত্রপাতি, টেরিটাওয়েল শিল্পের কাঁচামাল ওয়েষ্ট কটন, কীটনাশক, ট্রান্সফর্মার, সাইকেল, বাস-ট্রাক ও সিএনজি ইঞ্জিন, টেলিফোন যন্ত্রাংশ, বলপেন, ফিল্টার পেপার ও পেপার বোর্ড, একাডেমিক জার্নাল, ডেইরী ও পোল্ট্রি খাদ্যের কাঁচামাল, পেট্রোলিয়াম বিটুমিনের মূল্য।

ফুলবাড়ীর কয়লা পাল্টে দিতে পারে বাংলাদেশের চেহারা

Asia Energy Corporation (Bangladesh) Pty Ltd দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে দীর্ঘ ১০ মাসে ১০৭টি পরীক্ষামূলক কূপের খনন কাজ শেষে জানিয়েছে যে এই এলাকায় মাটির নীচে পড়ে রয়েছে উন্নতমানের ৫২২ মিলিয়ন টন কয়লা। এই কয়লা উত্তোলন করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানী করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। খনি বাস্তবায়ন কার্যকাল ৩০ বছরে এক দশমিক ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হবে। খনি বাস্তবায়ন হওয়ার পর কয়লার পাশাপাশি প্রাপ্ত উন্নতমানের সিলিকনসহ অন্যান্য দ্রব্য সিরামিকসহ বিভিন্ন সামগ্রীর শিল্প গড়ে উঠবে।

সেনাপ্রধান হিসাবে জেঃ মইন আহমেদের দায়িত্ব গ্রহণ

সম্প্রতি মেজর জেনারেল মইন ইউ আহমেদ পিএসসি পূর্বতন সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান মশহুদ চৌধুরী এডব্লিউসি,পিএসসি থেকে সেনাবাহিনীর কমান্ড গ্রহন করেন। নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান জেনারেল আহমেদ-এর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলায়। জেনারেল মইন ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী (বিএমএ) থেকে প্রথম শর্ট কোর্সের সাথে পদাতিক কোরে কমিশন লাভ করেন। উল্লেখ্য, বিএমএ থেকে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারদের মধ্যে জেনারেল মইন ইউ আহমেদই সর্বপ্রথম সেনাপ্রধান পদে নিযুক্ত পান। সেনাপ্রধান পদে নিযুক্ত পাওয়ার পর তাকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল র‍্যাংকে উন্নত করা হয়।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ছয়টি নুতন থানার উদ্বোধন

ঢাকা মহানগরীর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, নগরবাসীর জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও অপরাধ দমনের লক্ষে গত ২৬শে জুন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ছয়টি নুতন থানার উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। এই নুতন থানাগুলো হচ্ছেঃ নিউমার্কেট থানা, পলটন থানা, শাহ আলী থানা, আদাবর থানা, তুরাগ থানা এবং খিলক্ষেত থানা। এই ছয়টি নুতন থানা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বর্তমানে ঢাকায় থানার সংখ্যা দাড়িয়েছে ২৮টি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে যে পর্যায়ক্রমে থানার সংখ্যা ৫১টিতে উন্নিত করা হবে।

বাংলাদেশের হাইওয়ের নিরাপত্তায় নুতন পুলিশ দল

সম্প্রতি বাংলাদেশে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হাইওয়েতে নিরাপদ যাতায়াত ও ট্রাফিক শৃংখলা নিশ্চিত করার জন্য দেশে হাইওয়ে পুলিশ বাহিনীর উদ্বোধন করা হয়েছে। একজন ডিপুটি ইনসপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের (ডিআইজি) নেতৃত্বে আধুনিক পরিবহন ও প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ২ হাজার ৪২ সদস্যের হাইওয়ে পুলিশ সারাদেশে ৭২টি ফাঁড়ির মাধ্যমে কাজ করবে।

কাতারে জনশক্তি নিয়োগের নুতন সম্ভোবনা

গত সপ্তাহে বাংলাদেশ সফররত কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আহমেদ বিন আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনার পর জানান যে কাতার শীঘ্রই বাংলাদেশ থেকে বিপুলসংখ্যক দক্ষ, আধাদক্ষ ও অদক্ষ লোক নিয়োগ শুরু করবে। তিনি আরও জানান যে বর্তমানে কাতারে নতুন করে আরো ৪ লাখ লোক নিয়োগের জন্য দরকার, এর বিশাল একটি অংশ বাংলাদেশ থেকে নিয়োগ করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে কাতারে ৫০ থেকে ৫৫ হাজার বাংলাদেশী শ্রমিক কর্মরত আছে।

আহমাদি-নেজাদ ইরানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

তেহরানের মেয়র ও ইসলামী বিপ্লবী গার্ডের সাবেক কমান্ডর কট্টর ইসলামীপন্থী ডঃ মাহমুদ আহমাদি-নেজাদ উদারপন্থী প্রার্থী সাবেক বর্ষিয়ান রাষ্ট্রপতি হোজ্জাতুলইসলাম আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানীকে প্রায় দ্বিগুন ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে ইরানের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আহমাদি-নেজাদের বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্থ ডঃ আহমাদি-নেজাদকে ইরানের দরিদ্র শ্রেণী তাদের উদ্ধারকর্তা বলে মনে করে। দেশের তেল সম্পদের আয় দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ এবং বেকারত্ব দূর করাই ছিল নব-নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

অশোধিত তেলের মূল্য রেকর্ড পর্যায়ে

গত সপ্তাহে এশিয়ার বাজারে অশোধিত তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ৬০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে নিউইয়র্কের বাজার মূল্যসূচক রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ব্যারেল ৬০ দশমিক ৪৫ মার্কিন ডলারে দাড়ায়। বিশ্বের সর্বাধিক তেল ব্যবহারকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রে তেলের ব্যবহার

জাতীয় কবি নজরুল

অমিত সেনগুপ্ত

নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার সময়কাল মোটামুটি তেইশ বছরের মত। একজন কবির পক্ষে যথার্থ অর্থে সাহিত্য সাধনার এই কাল - অতি সামান্য। ১৯১৯ থেকে ১৯৪২ সাল - এই সময়কালকে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন যুগ বলা যায়। উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুরুহয়ে গেছে দেশে দেশে স্বাধীনতা ও মুক্তি আন্দোলন।

বাংলা কবিতা ও গানে যখন নজরুলের আবির্ভাব হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ ও প্রবল প্রতাপে প্রজ্জ্বলিত। সে যুগে বাংলা কবিতা ও গানে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, কুমুদ রঞ্জন মল্লিক, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, যতিন্দ্রমোহন বাগচি ও আরও অনেকে। এঁরা সবাই রবীন্দ্রপ্রভাব থেকে বেড়োবার চেষ্টা করেছেন - কিন্তু কেউ তাঁকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতা ও গানে আলাদা কিছু মাত্রা যোগ করতে পারেননি - যতদিন না 'বিদ্রোহী' কবিতার নিশান উড়িয়ে, হৈ হৈ করে ংরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।

নজরুল ইসলামের যখন মাত্র বাইশ বছর বয়স, তখনই আচার্য্য প্রফুল্ল রায় বলেছিলেন - 'নজরুল কবি - প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। আজ আমি এই ভেবে আনন্দলাভ করি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসল্মান কবি নন, তিনি বাংলার কবি, বাঙ্গালীর কবি। মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান ছিলেন, কিন্তু বাঙ্গালী জাতী তাকে কেবল বাঙ্গালী রূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও সকলে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। ———কারাগারের শৃংখল পরে, বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙ্গালীর মনে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।'

নজরুলকে ধাপের পর ধাপ পরিশ্রম করে বাংলা সাহিত্যের যশের মন্দিরে পৌঁছতে হয়নি। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের প্রবেশ বা আবির্ভাব - একদিন অকস্মাৎ - কালবৈশাখী ঝড়ের মত, বিজয়ীর মত। কাল বৈশাখী যেমন কি করে এলো, কোথা থেকে এলো কেউ প্রশ্ন করার সময় পায় না, নজরুল সম্বন্ধেও সেদিন কেও প্রশ্ন করল না - কোথা থেকে এলে, কি করে এলে, কোথা থেকে সংগ্রহ করলে এই প্রচন্ড গতির সংবেদন? 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়, তোরা সব জয়ধ্বনি কর।' নূতনের কেতন সত্যিই উড়লো। বাংলা সাহিত্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিখ্যাত আর কেউ হননি।

কাজী নজরুল ইসলামের বাবা মুনশী ফকির আহমদ ছিলেন ধর্মভীরু, দানশীল, সরলচিত্ত ও আপনভোলা মানুষ। আত্মীয়স্বজনেরা তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্টের সুযোগটুকু পূর্ণমাত্রায় নিয়ে, তাঁর জমিজমা বিষয়সম্পত্তি সামান্য যা কিছু ছিল সব ঠকিয়ে তাঁকে সত্যিই 'ফকির' করে ছেড়ে দিল। ধর্মকর্মের দিকে ঝুকে পড়লেন তিনি। মসজিদে ইমামতী করে ও মিলাদ শরীফ পাঠ করে সামান্য যা কিছু পেতেন - তাই দিয়েই স্ত্রী, তিন ছেলে ও এক মেয়ের ভরনপোষন চালাতেন।

নজরুলের বয়স যখন মাত্র আট বছর, তখন তাঁর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যু ও দারিদ্রের কারণে নজরুলের বড় ভাই কাজী সাহেবজান উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন না। কিন্তু এই কিশোর বয়সেই বেঁচে থাকার জন্যে ও ভাইবোনদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আসানসোলের কোলিয়ারীতে বহুকষ্টে সামান্য একটা চাকরী যোগাড় করে নিয়েছিলেন।

অনশহনের সংসারে এই মুষ্ঠিভিক্ষা অনশনের বদলে অর্ধাশন জুটিয়েছিল সকলের।নজরুল খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অন্যান্য ছাত্রদের থেকে বই ধার করে, সারারাত্রি জেগে পড়াশোনা করে ক্লাসে ফাস্ট হতেন। তায় নজরুলের পড়াশোনা বন্ধ হতে দেননি তাঁর মা। ছাত্র গুরু নির্বিশেষে সকলের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিনি। গ্রামের মক্তব থেকে শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ন হওয়া সত্তে হাই স্কুলে পড়বার যে প্রবল ইচ্ছা নজরুল ও তাঁর মায়ের , তা ব্যর্থ হল দারিদ্রের জন্য। এর পর, যে মক্তব থেকে সবেমাত্র পাশ করে বেড়িয়েছিলেন তিনি- সেখানেই মৌলবীর পদে কাজ পেলেন ছোট্ট নজরুল। কেবলমাত্র পাঠশালার গুরুগিরিই নয়, আর একটা সম্মানজনক কাজ জুটে গেল তাঁর। কাজটি হোল স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মোয়াজ্জিনের পদ। যে কাজটি তাঁর বাবা করে গেছেন তাঁর শেষ জীবনে। তখন নজরুলের বয়স মাত্র এগার বছর। সম্ভবত এত কম বয়সে ইমামপদ পাওয়া পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। এরপর রুটির দোকানের বয় থেকে শুরু করে, গ্রামে লোটাগানের দলে যোগ দিয়েছেন - পেটের ক্ষিদে নিবারনের তাগিদে।

নজরুল শৈশব, কৈশোর ও প্রথম যৌবন কেটেছে ভয়াবহ দারিদ্রের মধ্য দিয়ে। তা সত্তেও দারিদ্রের বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই। দারিদ্রকে সসম্মানে বলেছেন - 'হে দারিদ্র তুমি মোরে করেছ মহান তুমি মোরে দানিয়াছ খৃস্টের সম্মান।' সত্যিকারের মানবদরদী হিসাবে নজরুল তাঁর বুকে জমাট করে রেখেছিলেন পীড়িত মানুষের দুঃখ বেদনার গান - যা আকাশের মত উদার, সাগরের মত দুর্বার।

যারা সময়কালে অর্থাৎ কবি অসুস্থ হওয়ার আগে, কবিকে স্বচক্ষে দেখেছেন বা চিনতেন - তাঁদের মুখে শোনা যায় যে তিনি ছিলেন বেপরোয়া, দিলখোলা ফূর্তিবাজ মানুষ। চওড়া মজবুত জোড়ালো শরীর, বড় বড় চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাকড়া চুল। গায়ে হলুদ কিম্বা কমলা রং-র পাঞ্জাবী ও চাদর। 'রঙীন জামা পরেন কেন?' - 'সভায় অনেকের মাঝে চোখে পড়ে তাই'। বলেই হো হো করে হেসে উঠতেন। সময়ের হিসেব ভোলা নজরুল যে ঘরে ঢুকতেন সে ঘরে কেউ ঘড়ি দেখত না। একটা হারমোনিয়াম আর যথেষ্ট পরিমানে চা আর পান দিয়ে বসিয়ে দিতে পারলে, তাঁকে দিয়ে সাত আট ঘন্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত। অন্যের কথা মন দিয়ে শোনার সময় কই? নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশি তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশি তাঁর গান। কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্তমান তা নয়। মানুষ পারতপক্ষে অপরের অন্যায় নিজের মুখে বলতে চায় না। নজরুল ছিলেন স্বভাব বিদ্রোহী অর্থাৎ Born Rebel. বিদ্রোহী হওয়া এ জগতে সহজ কাজ নয়। মেলামেশা কথাবার্তায় তাঁর জুড়ি ছিল না বটে কিন্তু সেই সঙ্গে অন্যায়ের প্রতিবাদ করা বা সোজাসুজি কথা বলতেও তাঁর সাথে কেউ পাল্লা দিতে পারত না। অত্যাচার, অনাচার, কপটতা, ভন্ডামি, ন্যাকামি, গোড়ামি - এসবের প্রতি তিনি ছিলেন খড় গহস্ত। নজরুলের কবি ও সাহিত্যিক বন্ধুদের অনেকের মতেই এত বড় প্রাণ তারা আর দেখেননি। তিনি তাঁর শত্রুদেরও ক্ষমা করতেন। এমনকি হাত বাড়িয়ে সাহায্যও করতেন। যদিও স্পস্টবক্তা নজরুলের শত্রুর অভাব ছিলনা। তাঁর তেইশ বছরের সাহিত্যিক জীবনে তাঁর সমালোচক ও হিংসা প্রনদিত কবিসাহিত্যিকের দল তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলার জন্য সদাই মুখর ছিলেন।

একদিকে যেমন মুসলমানরা কবিকে কাফের বলে বর্জন করেছিলেন, অন্যদিকে তিনি মুসলমান বলে গোঁড়া হিন্দুদের কাছেও অস্পৃশ্য ছিলেন। নজরুলের প্রতিভা দেখে যে সমস্ত কবি সাহিত্যিক তাঁর অবমূল্যায়ন ও ভুল সমালোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কবি গোলাম মুস্তাফা, সজনীকান্ত দাস, মোহিতলাল মজুমদারের নাম উল্লেখযোগ্য।

'বিদ্রোহী' প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই গোলাম মুস্তাফা 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রতিবাদে একটি কবিতা লেখেন। তার কয়েকটি চরন এই রকম -

'ও গো বিদ্রোহী বীর
সংযত কর, সংহত কর, উন্নত তব শির।
বিদ্রোহী? শুনে হাসি পায় - - - -
- - - -
—— 'বাঁধনহারা'র কাঁদন কাঁদিয়া বিদ্রোহী হতে সাধ কার?
সেকি সাজে রে পাগল সাজে তোর
আপনার পায়ে দাঁড়াবার মত কতটুকু তোর আছে জোড়?'

এরপর শনিবারের চিঠি তে ছাপা হোল মারাত্মক একটা কবিতা - ব্যাঙ। এর কয়েকটি চরন এই রকম -

'আমি ব্যাঙ
লম্বা আমার ঠ্যাঙ
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে
ডাকি যে গ্যাঙর গ্যাঙ
আমি ব্যাঙ
দুইটা মাত্র ঠ্যাঙ
—— আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই
আমি বুক দিয়া হাঁটি
ইঁদুর ছুচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।'

এরপর মোহিতলাল মজুমদারের লেখা একটি কবিতার কয়েকটি চরন এখানে উল্লেখ করছি -

'তোরে লোকে ভুলে যাবে, দেয়ালের দগ্ধমনি রেখা
তার চেয়ে বেশি কিছু তোর নামে নাহি রবে লেখা
—— ভুলিবে তেমনি তোরে, আগত ও অনাগত লোক
তোর ছায়া ভুলে যাবে, হেথাকার ঐ সূর্য্যলোক।'

মোহিতলাল মজুমদারের ভবিষ্যতবাণী যে অসত্য তা প্রমাণিত হয়েছে। নজরুলের ধুমকেতু পত্রিকার সমালোচনা করে মাসিক মহাম্মদীতে - 'লোকটা মুসলমান না শয়তান?' শিরোনামে মুনশী রেজাউদ্দীন আহমেদ লেখেন - ' হিন্দুয়ানী মাদ্দায় ইহার মস্তিস্ক পরিপূর্ণ—— মুসলমানের ঔরসে অনেক নাস্তিক শয়তান জন্মগ্রহন করিয়াছে, মুসলমান সমাজ তাহাদিগকে আস্তাকুড়ে আবর্জনার ন্যায় বর্জন করিয়াছে, সুতরাং এ যুবক কোন ছাড়। - - নরাধম ইসলাম ধর্মের জানে কি? খোদাদ্রোহী নরাধম শয়তানের পূর্ণাবতার। একটা ধর্মজ্ঞানশূন্য, বুনো বর্বরের নিকট, অকাট মূর্খ পাষন্ডের নিকট আর কি আশা করা যাইতে পারে?'

গোঁড়া হিন্দু-মুসলমান দ্বারা ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও বিতর্ক বিষয়ে নজরুল সচেতন ছিলেন। ইব্রাহিম খানকে লিখিত এক চিঠিতে নজরুল লিখেছিলেন -

'আমায় মুসলমান সমাজ কাফের খেতাবের যে শিরোপ দিয়েছে, তা আমি মাথা পেতে গ্রহন করছি। ——— একে আমি অবিচার বলে কোনদিন অভিযোগ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। তবে আমার লজ্জা হয়েছে এই ভেবে, কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড় তো আমি হইনি। হিন্দুরা লেখক-অলেখক জনসাধারণ মিলে যে স্নেহ নিবিড় প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে আমায় এত বড় করে তুলেছে, তাদের সে ঋণ অস্বীকার যদি করি, তাহলে আমার শরীরে মানুষের রক্ত আছে বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। অবশ্য কয়েকজন হিন্দু ও ব্রাহ্ম লেখক ঈর্ষাপরায়ন হয়ে, আমায় কিছুদিন হতে ইতর ভাষায় গালাগালি করেছেন, এবং কয়েকজন গোঁড়া হিন্দু-সভাওয়ালা আমার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করেও বেড়াচ্ছেন, কিন্তু এদের আঙ্গুল দিয়ে গোনা যায়। ——— আজকাল সাম্প্রদায়িক মাতলামির যুগে আমি যে মুসলমান এটাই হয়ে পড়েছে হিন্দুদের কাছে অপরাধ। আমি যত বেশী অসাম্প্রদায়িক হই না কেন, মুসলমানরা যে আমার কদর করেনি, এটাও ঠিক নয়। প্রবীনদের আশির্বাদ - মাথার মনি হয়ত পাইনি, কিন্তু তরুনদের ভালবাসা ও বুকের মালা আমি পেয়েছি। ———

আমি হিন্দু মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী, তাই তাদের এই সংস্কারে আঘাত হানার জন্যেই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি বা হিন্দু দেবদেবীর নাম নেই।'

নজরুলকে নিয়ে যখন এমন বিতর্ক চলছে, তখন একদিন অমল হোম সহ নজরুল বিরোধী অনেকেই নানা বিষোদ্গার করতে করতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হলেন। রবীন্দ্রনাথ তখন তাদের বলেছিলেন - 'নজরুল ইসলাম সম্বন্ধে তোমাদের মনে কিছু সন্দেহ রয়েছে। নজরুলকে আমি আমার 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে কবিরূপে অভিহিত করেছি। জানি তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষন করছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রূপ ও রসের সন্ধান করেনি, অবজ্ঞা ভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র। কাব্যে অসির ঝনঝনা থাকবে না, এও তোমাদের অদ্ভুত আবদার বটে। সমগ্র জাতির অন্তর যখন যে সুরে বাঁধা, অসির ঝনঝনা তখন সেখানে ঝংকার তোলে, ঐক্যতান সৃষ্টি হয়, তখন কাব্যে তাকে প্রকাশ করতে হবে। আমি যদি আজ তরুন হতাম তাহলে আমার কলমেও ঐ সুর বাজত। দুজনের প্রকাশ তো দুরকম হবেই। কিন্তু তা বলে আমারটা

নজরুলের চেয়ে ভাল হত, এমন কথাই বা জোর দিয়ে বলি কি করে।'
ছেলেবেলা থেকেই গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের ছিল গভীর শ্রদ্ধা। রবীন্দ্রপ্রশংসায় সদাই পঞ্চমুখ থাকতেন তিনি। একবার চুরুলিয়ায় ফুটবল মাঠে - নজরুলকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নানা কথা শুরু করে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনিন্দুকের মাথায় বাঁশের লাঠি দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলেন তিনি। বিষয়টি আসানসোল কোর্টে মামলা হিসেবে ওঠে, কিন্তু নজরুলের বয়স অল্প হওয়ায় সে যাত্রা তিনি বেঁচে যান।জোড়া সাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময়, যেমন তেমন বড়লোকও সমীহ করে যেতেন। অতি বাকপটু অনেকেই নজরুলকে বলেছিলেন - 'তোর এই দাপাদাপি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চলবে না। সাহসই হবে না তোর এমনভাবে কথা বলতে।' নজরুল কিন্তু প্রমান করে দিলেন যে তিনি তা পারেন। একদিন সকালবেলা - 'দে গরুর গা ধুইয়ে' - এই রব তুলতে তুলতে তিনি ঢুকলেন রবীন্দ্রনাথের ঘরে। রবীন্দ্রনাথ তাতে অসন্তুস্ট তো হলেনই না বরং হাসিমুখে নজরুলের স্নেহের অত্যাচার সহ্য করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সেই দিনই রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলেছিলেন - 'আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি তোমার কবিতা পড়ে, তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত হবেই এতে কোন সন্দেহ নেই।'
১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে, ধূমকেতুর সম্পাদনাকালে নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদন্ড হয়। সেই সময় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত গীতিনাটিকাটি - 'শ্রীমান কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু' বলে উৎসর্গ করলেন নজরুল ইসলামের নামে। এ হচ্ছে বিশ্বকবির দ্বারা বাংলার জাতীয় জাগরণের কবি নজরুল ইসলামের গৌরবময় স্বীকৃতি। রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে আশির্বাদ করেছিলেন, পরাধীন জাতির মুক্তি সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে। রবীন্দ্রনাথের মত এক বিরাট প্রতিভা তখন তাঁর গগনস্পর্শী প্রতিষ্ঠার পর্বতশিখরে বসে একটি শিশুপ্রতিভার গতিবিধি লক্ষ্য করছেন। এমন ঘটনা সাহিত্যক্ষেত্রে খুবই বিরল। মোদ্দা কথা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পাশে বাংলার কবি নজরুল ইসলাম ভাস্বর হয়ে দেখা দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যাকাশে তাঁর কাব্যকলার শুভ্র-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাজাল বিস্তার করে যে সৌন্দর্যের মদির মায়া ছড়িয়ে রেখেছিলেন, সেই একই আকাশে তাঁরই পাশে নজরুল তাঁর ধুমকেতুর মালা ও ঝোলা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।
ফেব্রুয়ারী মাসে নজরুলকে আলীপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে হুজলী জেলে বদলি করা হল। ডোরাকাটা হাফ পাঞ্জাবী ও ইজের এবং ওই কাপড়েরই গামছা-চাদর ও ভীষন কুটকুটে খোচাখোচা লোমের কম্বলসহ কোমরে দড়ি বেঁধে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরনের কবিকে কয়েদীর গাড়ীতে নিয়ে গেল। হুগলী জেলের জেল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার ছিল খুব খারাপ। এই হুগলী জেলই ভাঙ্গার গানের রচনাস্থান। নজরুল গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না, ঐ সময়েই রচিত হয় অনেক বিখ্যাত গান। যেমন, 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়, এই ভয়ের টুটিই ধরব টিপে করব পরাভয়', 'এই শিকল পড়ার ছল মোদের এই শিকল পড়ার ছল, এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'
জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচার ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে কবি অনশন শুরু করেন। অনেকদিনের অনশনে শরীর দুর্বল হয়ে গেল। বাংলা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জনসভায় দাবী জানানো হলো- নজরুলকে বাঁচানো বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুলের দাবী মেনে নিতে এবং তাঁর অনশন ভঙ্গ করতে। রবীন্দ্রনাথকে খবর পাঠান হল। কবিগুরু ভীষন চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নজরুলকে অনশন ভঙ্গ করার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন - 'Give up hunger strike, our liturature claims you.' তার ফিরে গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে - 'addressee not found' বলে। বিরমসুন্দরী সেনগুপ্তাকে (নজরুলের স্ত্রী প্রমিলাদেবীর জ্যাঠাইমা, যাকে নজরুল মা বলতেন) তার করে আনানো হল। তিনি অনুমতি পেলেন জেলের ভেতর নজরুলের সাথে দেখা করার। দেখা করার পর হাসতে হাসতে ফিরে এলেন তিনি আর বললেন, 'খাইয়েছি পাগলটাকে। কথা কি শোনে? মড়ার মত নেতিয়ে পড়েছে শরীর, ওর গলা চি চি করছে। বলে - না, অন্যায় আমি সইব না। শেষ পর্যন্ত আমি হুকুম দিলাম - আমি মা, মায়ের আদেশ সব ন্যায় অন্যায়ের উপরে। চুপ করে গেল সে। তারপর বললে - দাও কি খেতে হবে। নিজের হাতে খাইয়ে এসেছি।'
বিদ্রোহ প্রকাশে নজরুল কখনোই পিছপা হননি। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন -
'জাতের নামে বজ্জাতি, সব জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া
ছুলেই তোর জাত যাবে, জাত তোর ছেলের হাতের নয়তো মোয়া।
বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া, অশুচি হন জগন্নাত?
নারায়ণের জাত যদি নাই
তোদের কেন জাতের বালাই?'
হিন্দু মুসলমান দ্বন্দ তাঁর কাছে স্বার্থপ্রসূত ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি লিখেছিলেন -
'নাই দেশ কাল পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি
সব দেশে, সব কালে ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি
————
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুরি শাবল চালা।'
কাজী নজরুল ইসলামের কপালে ছাপ পড়ে গিয়েছিল 'বিদ্রোহী কবি' বলে। প্রেম ও ভক্তির কবিতা ও গানগুলোর মধ্যে যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ - তা একরকম চাপা পড়ে গেল।
নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও গানগুলোর মূল্য অস্বীকার না করেও বলা চলে, যে সে মূল্য দিয়ে তার চুড়ান্ত বিচার হওয়া উচিত নয়। নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্যসম্পদ শুধু তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা ও গান নয়। তাঁর ভক্তি ও প্রেমের কবিতা ও গান - যা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।
নজরুল যা - সেভাবেই তাঁর বিশ্লেষন হওয়া প্রয়োজন। এই প্রয়োজনটা নজরুলের জন্যে যেমন বা-লী জাতির জন্যেও তেমনি অপরিহার্য্য। বাংলাদেশ নজরুলকে জাতীয় কবির সম্মান দিয়েছে। এ সম্মানের তিনি উপযুক্ত। জাতির বেদনার কথাই তাঁর কাব্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। হিন্দু-মুসলমান নিয়েই বা-লী জাতি। সুতরাং এ জাতির বেদনার কথা প্রকাশ করতে হলে হিন্দুয়ানী ও ইসলামিক উভয় জাতীয় প্রকাশভঙ্গির ছাপ দিতে হবে। না হলে রচনা সহজ ও সুন্দর হবে না। চলতি ভাষায় রচনা নজরুলের বিশেষত্ব। তিনিই আমাদের দেখিয়েছেন - ইসলামিক শব্দ সংযোগে কেমন সুন্দর ও উচ্চ ভাবপূর্ণ কবিতা লেখা যায় এবং ইসলামিক ভাষা কোন মতেই রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের ভাষার চেয়ে কম মধুর নয়।
নজরুলের জীবনকে যদি তিনভাগে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা দেখব, প্রথম আঠারো উনিশ বছর দারিদ্র ও জীবনসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে উনি সংগ্রহ করেছেন ওনার সাহিত্যশক্তি। তারপর প্রায় তেইশ বছর সাহিত্য জীবন এবং সবশেষে প্রায় চৌত্রিশ বছরের স্তব্ধতা। কেন কবি শেষ চৌত্রিশ বছর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন তার সঠিক কারণ আমার জানা নেই। ওনার সাহিত্যজীবনে হিংসা প্রনোদিতই হোক বা অন্য কোন কারণবশতঃ হোক ওনার শত্রুর অভাব ছিল না। এছাড়া ওনার ব্যক্তিগত জীবনও ছিল নানা সমস্যায় ভরা।
একবার কবির বাড়িতে আদালতের পরোয়ানা নিয়ে পুলিশ তল্লাসী চালায়। তখন নজরুল তাঁর বাড়ির সমস্ত ঘরের বাক্স আলমারী খুলতে পুলিশকে বাধা তো দিলেনই না বরং সাহায্য করেছিলেন বলা যায়। কিন্তু একটা বাক্স গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার খুলবার উপক্রম করা মাত্রই তিনি সেখানে ছুটে গিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, 'না না ওটাতে হাত দেবেন না।' তাঁকে এভাবে বিচলিত হতে দেখে পুলিশের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। ঐ বাক্স উপুড় করা মাত্র নজরুলের চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঝরে পড়ল। পুলিশের লোকেরা- যারা এ যাবত কাল শুধু কবির চোখে আগুন দেখেছে- তাঁর চোখে জল দেখে খুব অবাক হল। ঐ বাক্সে শিশুর খেলনা, শিশুর জামাকাপড় ও ব্যবহার্য জিনিসপত্র ছিল। ওগুলো ওনার বড় ছেলে বুলবুলের ব্যবহৃত সামগ্রী। শিশুবয়সে বুলবুলের মৃত্যুর বেদনা উনি কোনদিনই মেনে নিতে পারেননি।
নজরুলের প্রথম প্রেম - সৈয়দা খাতুন। নজরুল যার নাম দেন - নার্গিস। গভীরভাবে ভালবেসেছিলেন তাঁকে। বিয়ের দিন রাতেই আত্মীয়স্বজনের অশান্তির কারণে চিরতরে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হন এই প্রেমিকার কাছ থেকে। এর কয়েক বছর পরে তিনি বিয়ে করেন প্রমিলা দেবীকে।
১৯৩৮ সালে প্রমিলাদেবী পক্ষাঘাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওনার নিম্নাঙ্গ প্যারালাইসিস হয়ে যায়। বেহিসাবী নজরুলের আর্থিক অবস্থা কোনদিনই ভাল ছিল না। গান লিখে উনি ভালই পয়সা পেতেন বটে, কিন্তু কাগজে লেখা বা বই লেখার জন্যে পয়সা পাবার প্রতিশ্রুতি পেলেও তা থেকে উনি বিশেষ পয়সা পাননি। ওনার স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যে ওনাকে কাবুলীওয়ালা এবং মাড়োয়ারী সুদখোরের কাছ থেকে সাত হাজার টাকা ধার নিতে হয়েছিল। সেই সময় এ কে ফজলুল হকের পত্রিকা নবযুগের সম্পাদনার ভার নজরুলের হাতেই ছিল। এই দায়িত্ব নেয়ার কিছুদিন আগে ছায়াছবির সংগীত পরিচালনার জন্য সাত হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট পান। কিন্তু হক সাহেব ও তাঁর হিন্দু মুসলমান সমর্থকরা প্রতিশ্রুতি দেন যে সেই সাত হাজার টাকা নবযুগের সম্পাদনার কাজ থেকে এসে যাবে। সরল বিশ্বাসী নজরুল সিনেমার সাত হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট বাতিল করে দেন। যদিও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি নবযুগের সম্পাদনার কাছ থেকে তিনি কোন টাকাই পাননি। এটা ছিল ১৯৪২ সালের ঘটনা। এর ঠিক এক বছর আগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তিনি খুব মর্মাহত ও অসহায় বোধ করেন। 'রবিহারা' কবিতা ও 'ঘুমাইতে দাও মোরে শান্তিতে' গানটিতে এর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়।
জানিনা, মহাবিদ্রোহী নজরুল ১৯৪২ সালে কেন রণক্লান্ত ও শান্ত হয়ে পড়লেন। অথচ তিনি বলেছিলেন 'আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়্গকৃপণ ভীম রণভূমে রণিবে না।'
১৯৪২ সালে তো অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটেনি, উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল তো বন্ধ হয়নি, আজও তো নজরুলের সাধের বাংলার উপর দিয়ে ঝড়ের তান্ডব বয়ে চলেছে, কবি তো তাঁর শেষ জীবনের চৌত্রিশ বছরে একবারও গর্জে ওঠেননি, বাংলার দুর্দিনে কি করে তিনি শান্ত-সমাহিত ছিলেন?
মনে হয় কবি হয়তো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন- বিদীর্ন বাংলা, বিভক্ত বা-লীর বেদনাবোধকে যেন কখনও তাঁকে অনুভব করতে না হয়। সেই প্রার্থনা হয়তবা ঈশ্বর শুনেছিলেন এবং মঞ্জুর করেছিলেন। আমরা সেই প্রার্থনা শুনতে পারিনি - তাই তাঁর স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত হিন্দুমুসলমানের বাংলাকে আমরা খন্ডিত করেছি, তাঁর সাধনার সমাধি ঘটিয়েছি। তাই হয়তো এ ঘটনার পাঁচ বছর আগেই কবি স্তব্ধ শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন।

মজার অভিজ্ঞতা

ই-ডাইরাস

সনদ কুন্ডু, অকল্যান্ড

ঘটনাটি ২০০১ এর দিকের। বেশ জমে উঠেছে ই-কালচার, ই-মেল, ই-কার্ড আরও কত কিছু। বিপত্তিটা ঠিক এর পরে, ই-প্রেম। বিষয়টি আমাকে হয়ত ভাবাত না, যদি আমার বন্ধুটি ভুক্তভোগী না হোত।
রুমে তখন পালাক্রমে চ্যাটিং চলছে। সকাল নটা থেকে একঘন্টা আমার, এরপর মাসুম, তারপর মালিক, আর রাত দশটা থেকে লেটনাইট পর্যন্ত বান্টি। বান্টি রাতে চ্যাটিং করে দিনে ঘুমায়। কলেজে মাত্র দুটো ক্লাস হাতে গুনে করে এসে বাকিগুলোর উপস্থিতি ম্যানেজ করে বেয়ারাকে দিয়ে, পার উপস্থিতি একটাকা। বেশ ভালই কাটছিল সময়গুলো। হঠাৎ নাটকীয়ভাবে বান্টি একদিন ঘোষনা দিল যে সে গভীর প্রেমে প্রায় গলা অবধি নিমজ্জিত এবং সে ক্রমাগত টাইটানিককে ফলো করছে। তার অষ্টাদশী, কোমল মনের অধিকারিণী প্রেমিকার সাথে পরিচয় কোন এক চ্যাট রুমে। আমাদের সবার প্রশ্ন কেমন দেখতে সে? কিন্তু বান্টির সপ্রতিভ উত্তর, ছবির কি দরকার? একে বলে প্লেটোনিক লাভ, আমাদের নাকি বোঝার মত মন নেই।
বান্টি প্রায় নাক অবধি ডুবতে বসেছে এবার। শুধু আমাদের নয়, বাড়িতে জানিয়ে দিল, সে বিয়ে করতে যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি। বাড়ির সবার অমতের কারণে সবার সাথে যোগাযোগ প্রায় বন্ধ হবার যোগাড়, কিন্তু ক্রমাগত সমর্থন জানাচ্ছেন ওর বৃদ্ধ দাদাভাই। দাদাভাইর সমর্থন পেয়েই যেন বান্টির প্রেম এখন চ্যাটিং থেকে ফোনে কথা বলাতে প্রমোশন পেল।
সুখ যেন স্থায়ী হবার নয়। হঠাৎই একদিন ই-দর্শিনী বললেন, 'আমাকে ভুলে যাও বান্টি, আমাদের এ বিয়ে হবার নয়।' কিন্তু কেন? বন্ধু আমাদের আরো বেশি বেপরোয়া, অনেক বেশি নাছোড়বান্দা।
অবশেষে সেই দিনটি এল। বান্টির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে একদিন ই-দর্শিনী বান্টির সাথে দেখা করতে চেয়েছে, জানিয়েছে তার ঠিকানা, শেষ মুহূর্তে, যাবার ঠিক দুঘন্টা আগে। বান্টির বন্ধুত্বের মূল্য দিতে, আমরা তিন বন্ধুও সাথে চললাম।
দোতলা বাড়ি। নিচতলায় বাড়ির মালিক থাকেন। উপরতলায় থাকেন ই-দর্শিনী। অনেক আশা নিয়ে সিড়ি টপকে উপরে পৌঁছলাম। কিন্তু একি? দরজায় তালা ঝুলছে। অনেকক্ষন অপেক্ষা করে অগত্যা গেলাম বাড়িওয়ালার কাছে। প্রৌঢ় মোটাসোটা ভদ্রলোক। উনি জানালেন উপরতলায় বৃদ্ধা এক মহিলা থাকতেন, আজ সকালেই চলে গেছেন। যাবার সময় ঠিকানা দিয়ে যাননি। উনি আরও জানালেন ভদ্রমহিলা বৃদ্ধা হলেও ওনার গলার স্বর ছিল তরুনীর মত, ভদ্রলোক প্রায়ই ভুল বুঝে বিভ্রান্ত হতেন। বান্টি যে আসবে একথা উনি জানিয়ে রেখেছিলেন ভদ্রলোককে। এরপর একটি আটকানো খাম তুলে দিলেন বান্টির হাতে। আমরা বিদায় নিলাম।
কিছু দূর এসে মানিক খুলল ই-দর্শিনীর শেষ অভিবাদন। বান্টি চুপ। একটি কার্ড। ইলেক্ট্রনিক শব্দ সম্বলিত। প্রথমে মিউজিক তারপর এপ্রিল ফুল বলে হাসির শব্দ। এত বড় ধোকা। কারও মাথায় এক মুহূর্তের জন্য আসেনি যে আজকের তারিখটা এপ্রিলের এক।
পাঠকবৃন্দ, ঘটনাটিই যেমনি হোক বান্টিকে আমূলে বদলে দিয়েছিল। এই হৃদয়ভাঙা ধাক্কাটি অনেক বেশি পরিনত, ধৈর্য্যশীল আর সংযমী মানুষে পরিনত করেছিল আমার অতিব সুন্দর মনের বন্ধুটিকে।

See a DOCTOR promptly, if you have any of the following:

- Cough of more than 3 weeks
- Chronic cough - Blood in spit
- Increased tiredness
- Night sweat
- Unexplained weight loss
- Large gland around the neck or shoulder
- Excessive headache

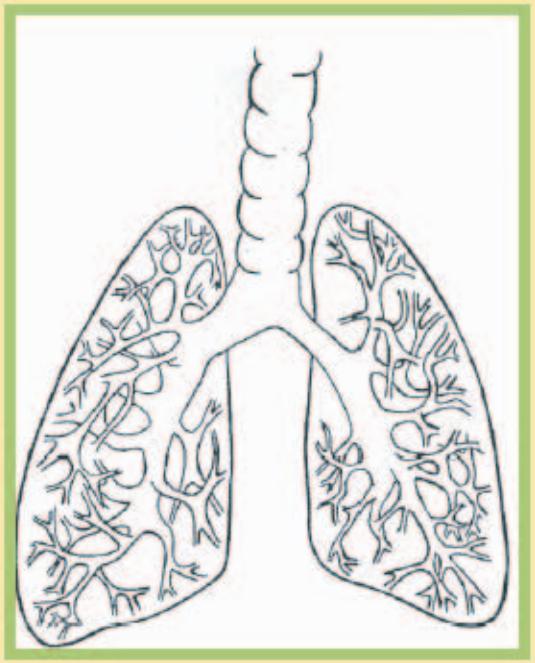

IT IS IMPORTANT BECAUSE 1/3 OF THE WORLD'S POPULATION IS INFECTED WITH TB AND THE MILLIONS OF PEOPLE DIE OF TB EACH YEAR.
TB CAN KILL IF LEFT UNTREATED, HOWEVER IT CAN BE CURED WITH MEDICATION.

WHO CAN GET TB?

ANYONE CAN GET TB - RICH OR POOR, OLD OR YOUNG, MEN, WOMEN OR CHILDREN.

- TB CAN ONLY BE TRANSMITTED BY COUGHS AND SNEEZES
- ITS NOT TRANSMITTED IN FOOD, BY TOUCH OR CLOTHING
- TB TREATMENT IS FREE OF CHARGE IN NZ.
- BCG VACCINATION IS RECOMMENDED FOR NEW BORN CHILDRENS.
- ONCE TREATED PROPERLY ITS LIKELY TO NEVER COME BACK.

TB IS CURABLE

Supported and Promoted by:
The Asian Network Inc.
and
Auckland Regional Public Health Services

The Asian Network Incorporated

AUCKLAND DISTRICT HEALTH BOARD

যক্ষা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা

ডঃ একরামুল হক, অকল্যান্ড

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ যক্ষা রোগের শিকার। এক সময় বিশ্বে যক্ষার প্রতাপ ছিল অবর্ণনীয়। উপযুক্ত পথ্যের অভাবে যক্ষা থেকে রক্ষা পাওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। বহু মুল্যবান প্রাণ অকালে ঝরে গেছে চিকিৎসার অভাবে। যক্ষার এই প্রচন্ড দাপট মানব সভ্যতাকে নিরবে সহ্য করতে হয়েছে সপ্তাদশ শতাব্দি পর্যন্ত। এই শতাব্দির শেষ ভাগে এবং অষ্টাদশ শতাব্দির গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকেরা যক্ষার স্বরুপ এবং সংক্রমন প্রক্রিয়া উৎঘাটন করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দির মাঝামাঝি চিকিৎসকগন যক্ষার চিকিৎসা পদ্ধতিতেও নুতন ভাবনার সূচনা করে। স্বাস্থ্যনিবাস এবং পুস্টিকর খাবার যক্ষা রোগের পথ্য তালিকায় সংযোজিত হয় এই সময়। উনবিংশ শতাব্দির শেষ ভাগে ১৮৬৫ সালে এক ফরাসী সামরিক চিকিৎসক একধরনের অনুবীক্ষণ জীবানুকে যক্ষা রোগের কারণ রুপে চিহ্নিত করে। ১৮৮২ সালে Robert Koch-এর উদ্ভাবিত জীবানু রঞ্জিত (staining) করার পদ্ধতি যক্ষা রোগের এই জীবানুর স্বরুপ উৎঘাটনে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি এনে দেয়। তখন থেকেই মানব সভ্যতা যক্ষা রোগের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিরোধের সম্ভবনা দেখতে পায়। এরই মাঝে Rontgen-এর আবিস্কৃত রঞ্জন-রস্মি (X-Ray) যক্ষা রোগ নিরুপনে নুতন মাত্রা যোগ করে। পাশাপাশি যক্ষার জীবানু-নাশক (antibiotic) এবং নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিস্কারে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে যক্ষা জীবানু-নাশক (antibiotic) পথ্যের প্রথম প্রয়োগ শুরু হলেও এই শতাব্দির শেষ ভাগে এসে এই পথ্যের সমুহ আবিস্কার এবং প্রয়োগের ব্যাপক প্রসার ঘটে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে যক্ষা রোগ নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা এখন সহজলভ্য হওয়া সত্বেও দারিদ্রতা, অজ্ঞতা, চিকিৎসায় অনিয়ম, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, যুদ্ধবিগ্রহ, অভিবাসন প্রক্রিয়া এবং সম্প্রতি HIV/AIDS-এর প্রদুর্ভাব যক্ষা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে ব্যহত করছে। যক্ষা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার এই দৈন্যতার দরুন যক্ষা রোগে ব্যবহৃত জীবানু-নাশক (antibiotic) ঔষধের কার্যক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে, এবং এতে সৃষ্টি হচ্ছে আত্মঘাতী multi-drug resistant যক্ষা জীবানু।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পরিসংখ্যন অনুযায়ী সারা বিশ্বে প্রতি বৎসর ৮০ লক্ষ লোক যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়, এর পচানব্বই শতাংশ-ই অনুন্নত দেশের অধিবাসী, এবং ৩০ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর যক্ষা রোগে মারা যায়। উন্নত জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার দ্বারা শিল্প-উন্নত বিশ্ব যক্ষা রোগ নিয়ন্ত্রণে সক্ষম হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে যক্ষা ডেকে আনছে এক মহাবিপর্যয়। দ্রুত পরিভ্রমন ব্যবস্থা, বিশ্বায়ন, অভিবাসন, ইত্যাদি আধুনিক প্রক্রিয়ার দরুন উন্নয়নশীল বিশ্বের যক্ষা বিপর্যয়ের প্রভাব থেকে শিল্প-উন্নত বিশ্ব মুক্ত থাকতে পারে না, যার প্রতিফলন সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডের যক্ষা রোগের পরিসংখ্যনে পরিলক্ষিত হয়েছে। গত একযুগে নিউজিল্যান্ডে যক্ষা রোগীর সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় দ্বিগুন বেড়েছে। নিউজিল্যান্ডে যক্ষা রোগের এই ধারা অন্য উন্নত দেশের তুলনায় বেশী। সনাক্তকৃত যক্ষা রোগীর অধিকাংশই অকল্যান্ড নগরীতে বাস করে এবং এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এশিয়ান গোত্রভুক্ত। অকল্যান্ড শহরে প্রতি বৎসর গড়ে ১৮০ জন যক্ষা রোগী সনাক্ত হয়ে থাকে। এর এক চতুর্থাংশই ভারতীয়, যা কিনা সংখ্যায় একক বৃহত্তর গোষ্ঠী। স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ (Auckland Regional Public Health Services ba ARPHS) অনুসন্ধানে আরো জানতে পারে যে ঐতিহাসিক ভাবে যক্ষা রোগীদের গ্রহনযোগ্যতা ভারতীয়দের মাঝে কম, তাই রোগ লুকানোর প্রবনতাও এখানে বিদ্যমান। এই ধরনের প্রবনতা যক্ষা সম্মন্ধে ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে বিধায় প্রয়োজনীয় সচেতনতা বৃদ্ধির অবকাশ রয়েছে বলে তারা মনে করে। তারা আরো মনে করে যে 'যক্ষা নিরাময় যোগ্য এবং এর চিকিৎসা সহজ লভ্য' -এই সঠিক তথ্যটি ভারতীদের মাঝে প্রচার করা প্রয়োজন। এই লক্ষে স্থানীয় জনস্বাস্থ্য বিভাগ বা ARPHS সম্প্রতি যক্ষা রোগের সঠিক তথ্য প্রচারের লক্ষে TANI (The Asian Network Inc.)-র সহযোগীতায় অকল্যান্ডে তিন মাস ব্যাপী এই রোগের সচেতনতা বৃদ্ধির অভিযান চালিয়েছে। এতে ২২ জন স্থানীয় ভারতীয় প্রাথমিক ভাবে যক্ষা ও এর প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষন গ্রহন করে। পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষনপ্রাপ্তরা স্থানীয় ভারতীদের মাঝে যক্ষা বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য অকল্যান্ডের বিভিন্ন এলাকায় কর্মশালার আয়োজন করে। এছাড়া সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন, ডকুমেন্টারী ছবি, ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এই কার্যক্রমের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ৩০ জুন ২০০৫; তবুও যক্ষা বিষয়ক আলোচনার অবকাশ সব সময়ই থেকে যায়।

Mycobacterium tuberculosis নামক জীবানু নিশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে যক্ষা বা Tuberculosis রোগের সুচনা করে। পরবর্তীতে এই জীবানু সাধারণতঃ আক্রান্ত রোগীর নিশ্বাস, হাচি বা কাশির সাথে বেরিয়ে এসে বাতাসে ভেসে বাড়ায় এবং সুযোগমত সুস্থ ব্যক্তির নিশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করে। যক্ষার জীবানু দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি সাথে সাথেই অসুস্থ নাও হতে পারে, কারণ এই জীবানু কয়েক বৎসর পর্যন্ত শরীরের ভিতরে নিস্ক্রিয় থাকতে পারে। এই পর্যায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির কোন উপসর্গ থাকে না এবং সে রোগও ছড়ায় না। পরে কোন কারণে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেলে যক্ষা রোগের উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যক্ষার জীবানু প্রাথমিক ভাবে ফুসফুসে অবস্থান নিলেও রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে শরীরের অন্য অংশে যেমন কিডনী, মেরুদন্ড, মস্তিস্কেও এর বিস্তার ঘটতে পারে। যদিও ফুসফুসের যক্ষাই কেবল মাত্র সংক্রমণ যোগ্য। এই রোগের প্রধান উপসর্গের মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী কাশী (তিন সপ্তাহের বেশী এবং কখনো রক্ত যুক্ত), জ্বর, দুর্বলতা, ওজন হ্রাস পাওয়া এবং রাত্রে ঘাম হওয়া; কখনো শরীরের গ্রন্থিগুলোও ফুলে যেতে পারে।

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে জীবানু-নাশক (antibiotic) ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা নিলে যক্ষা রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। এতে একাধিক ঔষধ ব্যবহার করতে হয়, কম পক্ষে ছয় মাসের জন্য। যেসব যক্ষা রোগীরা সময়মত চিকিৎসা নিতে ব্যর্থ হয় তাদের অর্ধেকেরও বেশী অকালে মারা যায়। অপর দিকে ভুল চিকিৎসা বা ঔষধ নিয়মিত সেবন না করা অথবা নিম্নমানের ঔষধ ব্যবহার করার জন্যেও চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার সম্ভবনা থাকে; ফলশ্রুতিতে যক্ষা জীবানু-নাশক (antibiotic) ঔষধের কার্যকরিতা ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে এবং multi-drug resistant যক্ষা জীবানুর আগমনের সম্ভবনা থাকে। অতএব যক্ষা রোগের চিকিৎসা কৌশল হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করণ, উচ্চমানসম্পর্ণ ঔষধ নিয়মিত সেবন (কোন প্রকার বিরতি ছাড়া) এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় মনোযোগী ও সচেতন হওয়া। যক্ষা রোগীর ঔষধ নিয়মিত সেবন নিশ্চিত করার লক্ষে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা 'সরাসরি পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে ঔষধ সেবন' প্রথা বা DOT (Directly Observed Therapy)-এর প্রচলন করেছে। এই পদ্ধতিতে স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতিতে প্রত্যহ অথবা সপ্তাহের নির্ধারিত দিনগুলোতে ঔষধ সেবন করার বিধান রয়েছে। DOT প্রথা প্রচলনের ফলে ঔষধ সেবনে অনিয়ম অনেক কমেছে; এতে multi-drug resistant যক্ষাও কমে আসবে।

যক্ষার টিকা বা BCG যক্ষা রোগের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে না। BCG-র কার্যকারিতা কম বয়সীদের মাঝে প্রগাঢ় থাকে, তবে বয়সের সাথে সাথে এর কার্যক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া tuberculin test-এর মাধ্যমে যক্ষা রোগে আক্রান্তদের সনাক্ত করা সম্ভব; কিন্তু এই test-ও অনেক ক্ষেত্রে নিশ্চিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে, মনে রাখা প্রয়োজন যে সর্বোত্তম প্রতিরোধ ব্যবস্থা হচ্ছে যক্ষা রোগের উপসর্গগুলো কারো মধ্যে দেখা দিলে সত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া এবং চিকিৎসা শুরুর সাথে সাথে রোগীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সুস্থ জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক রাখা। নিউজিল্যান্ড স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় যক্ষা রোগ চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। এই রোগের চিকিৎসা এখানে সহজ লভ্য এবং বিনা মূল্যে এই সেবা দেওয়া হয়। সর্বপরি যক্ষা সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য যদি সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়। এই পর্যায়ে সবার প্রচেষ্টা থাকা উচিত যাতে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণাকে নির্বাসন দিয়ে যক্ষা রোগ নির্ণয় এবং এর চিকিৎসা গ্রহনের পক্ষে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা যায়।

ফিচার

গত মাসে অকল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হলো Asia-Pacific Women's Conference. এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা এই কনফারেন্সে অংশ গ্রহন করেন। অংশগ্রহনকারীদের মধ্যে শিক্ষাবিদ, সমাজপতি, সরকারী প্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন, নারীউন্নয়ন নিয়ে কাজ করেন এমন অনেক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ফ্রেন্ডশীপ সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় ১০ সদস্যের একটি বাংলাদেশ মহিলা প্রতিনিধি দল এই কনফারেন্সে অংশগ্রহন করে। এরা হচ্ছেঃ জিন্নাতআরা রসিদ, ফৌজিয়া হক, ফারজিন নাজ দীবা, সম্পা আহমেদ, সামসুন নাহার, একরামা চৌধুরী, পূরবী ভুঁইয়া, শারমেন শেরন রড্রিক, যিনাত সুলতানা এবং রিযা চৌধুরী।

এই কনফারেন্সে সর্বমোট সাতটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। প্রবন্ধগুলো যদিও বিবিধ বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে রচনা করা হয়েছে, তবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই নারী ও যুব সমাজের সমস্যাদিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপট, প্রাপ্য উপাত্ত ও কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত হয়েছে এই প্রবন্ধগুলো।

নিউজিল্যান্ডে নারীদের সমস্যাদি আলোচনায় দেখা যায়, আনুপাতিক হারে নারীরা এখানে এখনো উচ্চপদস্ত পদগ্রহনে পিছিয়ে আছে। নারীরা কর্মক্ষেত্রে উন্নতির পথে নানা বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকে, কাজ এবং পরিবারের দ্বায়িত্ব নিজেকেই বইতে হয়; তার উপরে রয়েছে বেতনের বৈষম্য। আরেক জন বক্তা যদিও স্বীকার করেছেন যে মানবাধিকার সনদ নিউজিল্যান্ডে নারী উন্নয়নে ইতিবাচক ভুমিকা রেখেছে।

এক চীনা বক্তা তার দেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় গৃহীত নারী উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর বিশদ বর্ণনা দেন। এই প্রকল্পের আওতায় নারী শিক্ষা ও স্বনির্ভতার পথে সমূহ অগ্রগতি হয়েছে বলে উক্ত বক্তা দাবী করেন। এই প্রকল্পগুলোর অন্যতম হচ্ছে মচিরচৈরদেতি. এই প্রবন্ধের আলোচনা কালে বাংলাদেশী অংশগ্রহনকারীরা সভায় উপস্থিত সকলকে স্বরণ করিয়ে দেন যে, বাংলাদেশের স্বনামধন্য অর্থনীতিবিদ ডঃ ইউনুসের উদ্বাবিত মচিরচৈরদেতি ফর্মুলা কেবল চীনে নয় বরং বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর ধনী-দরিদ্র অর্ধশতাধিক দেশে নারী উন্নয়নে এর সফল প্রয়োগে হয়েছে বা হচ্ছে।

- ডঃ একরামুল হক, অকল্যান্ড

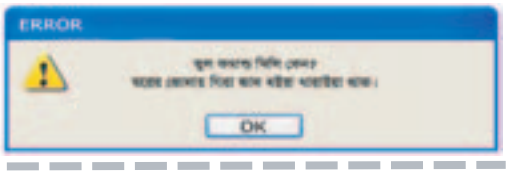

Apna Bazaar

আপনা বাজার

QUALITY WITH AFFORDABILITY

All Groceries Need Under One Roof

Unit 1A 157 Stoddard Road, Mt. Roskill Auckland, Ph:09-6294035
Fax: 09-6294036
Email: apnabazaar@hotmail.com

স্বাস্থ্য আলোচনা

আমাদের এই পর্বে স্বাস্থ্য, বিভিন্ন রোগ ও তার চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করবেন ডাঃ জামিল আহমেদ। আপনারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় যে কোন প্রশ্ন আমাদের ঠিকানায় পোস্ট বা ইমেইল করতে পারেন, পরবর্তী সংখ্যায় ডাঃ জামিল সেসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

গত সংখ্যার পরে...

ডায়াবেটিস রোগের যত কথা

ডায়াবেটিস(বহুমুত্র) রোগ নিরুপন/Diagnosis of Diabetesঃ
ডায়াবেটিস রোগ নির্নয় মূলত রোগের উপসর্গ(symptom), শারীরিক পরিক্ষার আলামত(physical examination) এবং পরীক্ষাগারের পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করে।
রোগের ইতিহাস (history) শারীরিক পরীক্ষাঃ
ডায়াবেটিসে বংশানুক্রমিতার একটা বড় ভূমিকা আছে। রোগের ইতিহাসে গ্রহনকালে আপনার ডাক্তার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে আপনার পরিবারে সদস্যদের মধ্যে কারো ডায়াবেটিস অথবা ডায়াবেটিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন রোগ, যেমন উচ্চ রক্তচাপ(Hypertension), রক্তের স্নেহাধিক্য(high blood lipid level) অথবা মাত্রাতিরিক্ত ওজন(obesity) আছে কিনা। যদিও ডায়াবেটিসের রোগীর, এই রোগের উপসর্গ (যা গত সংখ্যায় আলোচনা করা হয়েছে) অনেক সময়ই থাকে তবুও শারীরিক পরীক্ষায় প্রথমাবস্থায় খুব কমই আলামত পাওয়া যেতে পারে।
ডায়াবেটিস নির্নয়ের পরীক্ষাগারিক অনুসন্ধান (Laboratory Investigation):
ডায়াবেটিস রোগ নির্নয়ের জন্যে কয়েকটি সাধারান রক্ত পরীক্ষা করা হয়ে থাকে, যদিও ডায়াবেটিসের প্রকার (type) এবং মাত্রাধিক্যতা নিরুপনের জন্য আরও কিছু পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। যেসব রক্ত পরীক্ষা সাধারনতঃ করা হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে- (১) Random blood glucose, (২) Fasting blood glucose (৩) Oral glocose tolarence test.

(১) Random blood glucose testঃ দিন বা রাত্রির যে কোন সময়ে রক্তের চিনির মাত্রা নিরুপনকে Random blood glucose test বলে। খাবার আগে বা পরে যে কোন সময়ে এই পরীক্ষা করা যেতে পারে। Random blood glucose test এ যদি লিটারে ১১ মিলিমোল বা তার বেশী হয় তাহলে ডায়াবেটিস আছে বলে ধরে নিতে হবে।
(২) Fasting Blood Glucose - এটা ডায়াবেটিসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা। ৮ থেকে ১২ ঘন্টা অভুক্ত থাকার পরে এই পরীক্ষা করা হয়। এই ক্ষেত্রে যদি রক্তে চিনির মাত্রা ৭ মিলিমোল বা তার বেশী হয় তাহলে ধরে নিতে হবে ডায়াবেটিস আছে। চিনির মাত্রা ৫.৬ এর নিচে থাকলে স্বাভাবিক ধরে নিতে হবে। চিনির মাত্রা যদি ৫.৬ বা তার উপরে এবং ৭ এর নিচে হয় তাহলে এটাকে Impaired fasting glucose বলা হয়ে থাকে।
(৩)Oral Glucose Tolerance Test - আগে ডায়াবেটিস রোগ নির্নয়ের জন্য এই পরীক্ষার সমূহ ব্যবহার ছিল। বর্তমানে এটা শুধু গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস (Gestational Diabetes) নিরূপনের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষার সময় রোগীকে একটা নির্দিস্ট পরিমান গ্লুকোজ খেতে দেয়া হয় এবং এর পরে প্রতি ঘন্টায় (কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত) রক্তে গ্লুকোজের পরিমান মাপা হয়। যদি গ্লুকোজ খাবার ২ ঘন্টা পরে রক্তে গ্লুকোজের পরিমান লিটারে ১১.১ মিলিমোল বা তার বেশি হয় তাহলে ধরে নিতে হবে ডায়াবেটিস আছে।
অন্যান্য পরীক্ষাঃ
(১) এন্টবডি পরীক্ষা (Antibody Test) - যে সমস্ত রোগীর type 1 ডায়াবেটিস আছে তাদের বেশির ভাগের রক্তে কয়েক প্রকার এন্টিবডি পাওয়া যায়। বেশির ভাগ এন্টিবডি এর টার্গেট হচ্ছে Pancreas Gland এর ইনসুলিন (Insulin) প্রস্তুতকারী কোষ (cell) এর বিরুদ্ধে। এই এন্টিবডিকে Islet Cell Antibody বলা হয়ে থাকে। আরও যে সমস্ত এন্টিবডি পাওয়া যেতে পারে সেগুলো হচ্ছে, Glutamic acid decaroboxylase antibody এবং Insulin receptor antibody. রক্তে এই সমস্ত এন্টিবডি type 1 ডায়াবেটিস (ইনসুলিন নির্ভর ডায়াবেটিস) এর নির্নয়ে সাহায্য করে।
(২) Haemoglobin A1C Test - এই পরীক্ষা ডায়াবেটিস রোগ নির্নয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়না কিন্তু ইতিমধ্যে যাদের ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে তাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রন ঠিক মত হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। HbA1C এর স্বাভাবিক পরিমান ৬.৪% এর নিচে। এটা মুলতঃ বিগত ২ থেকে ৩ মাসে রক্তের চিনির পরিমানের গড় নির্দেশ করে যদি ডায়াবেটিস রোগীর HbA1C ৭% এর নিচে হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে ডায়াবেটিসের নিয়ন্ত্রন ভাল ছিল।

কারা ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন

কিছু কিছু লক্ষনের উপস্থিতি একজন মানুষের ভবিষ্যতে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। যদিও এ সমস্ত লক্ষন থাকা সত্বেও অনেকেই কখনো ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নাও হতে পারেন।
মাত্রাতিরিক্ত ওজন (Obesity) একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান (factor)। মোটা মানুষের শরীরের কলা (tissue)গুলিতে ইনসুলিন ভালভাবে কাজ করতে পারে না। ইনসুলিন মানুষের শরীরের গ্লুকোজ পরিপাকের (metabolism) জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। মোটা মানুষের শরীরে ইনসুলিনের অকার্যকারিতা রক্তের গ্লুকোজ লেভেল বাড়িয়ে দেয় যেটা কার্যত পরবর্তীতে ডায়াবেটিসের জন্ম দেয়। শরীরের ওজন কমে গেলে আনুপাতিক হারে ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা কমে যায়। যারা ইতিমধ্যেই type 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছেন, ওজন কমালে তাদের রক্তের চিনির পরিমান নিয়ন্ত্রন করাটা সহজ হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও যাদের শরীরের স্নেহের বিভাজন (fat distribution) শরীরের উপরের অংশে বেশি বা পেটে থাকে তাদের type 2 ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।
এছাড়াও জন্মকালীন ওজন যাদের কম থাকে (low birth weight) এবং পরবর্তীতে তারা যদি মোটা হয়ে যান তাহলে তাদের ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা বেশি।
যারা গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে (Gestational Diabetes) আক্রান্ত হন, ভবিষ্যতে তাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বেশি।
যে সমস্ত মতিলাদের Polycystic ovarian syndrome আছে তাদের ডায়াবেটিস হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। এই রোগের লক্ষন হচ্ছে- অনিয়মিত ঋতুস্রাব, লোমস মুখ (excess facial hair) এবং ব্রন (acne)। যাদের এই syndrome আছে তাদের ডায়াবেটিস নির্নয়ে পরীক্ষা করানো উচিত।
পরবর্তী সংখ্যায় ডায়াবেটিসের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করব।

নিউজিল্যান্ড কর্ম জীবনের প্রথম পথ প্রদর্শনের জন্য আছে অকল্যান্ড প্রাদেশিক প্রবাসী কেন্দ্রালয়

দুর্গা রায়, অকল্যান্ড

অকল্যান্ড প্রাদেশিক প্রবাসী কেন্দ্রে প্রতি মঙ্গালবার অনুষ্ঠিত হয় একটি ওয়ার্কশপ যার নাম 'নিউজিল্যান্ডে কর্ম জীবনের প্রথম পথ প্রদর্শন'। এই ওয়ার্কশপ সকাল সাড়ে ন'টা থেকে বিকেল তিনটা অবধি থ্রি কিংস প্লাজার ভেতরে আয়োজিত হয়। এখানে অংশগ্রহনকারীগন এই নুতন দেশে ও পরিবেশে কর্মজীবনে প্রবেশ করার জন্য কি কি প্রয়োজন এবং তার পরিকল্পনা কিভাবে করবেন তা জানতে ও লিখতে পারেন। এই আলোচনা সভাতে অনুসন্ধান মূলক ও পারস্পরিক কথাবার্তার মধ্য দিয়ে এরা কর্মজীবনে প্রবেশ করার সুযোগ ও পদ্ধতি জানতে পারে।
অকল্যান্ড প্রাদেশিক প্রবাসী কেন্দ্র আরও কয়েকটি সংস্থার সহযোগিতায় এই ওয়ার্কশপকে পূর্ণ অবয়ব দিতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে আছে অকল্যান্ড চেম্বার অফ কমার্স, কেরিয়ার সার্ভিস এবং ওয়ার্ক এন্ড ইনকাম। অকল্যান্ড চেম্বার অফ কমার্সের কাছ থেকে তাদের কর্মসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের কথা জানা যায় এবং তাদের সাথে নথীভুক্ত হলে সভ্যগন কি কি সুবিধা পাবেন তাও সবিস্তারে আলোচিত হয়। এই সংস্থার সাথে বহু কর্ম নিয়োগকর্তা যুক্ত থাকাতে এদের কাছ থেকে নিউজিল্যান্ড কর্মক্ষেত্রের সঠিক ধারনা লাভ করা যায়। এই ব্যতিরেকে প্রায়সঃই এরা বিভিন্ন বিষয় নুতন প্রোগ্রাম শুরু করে থাকে যেটা এই আলোচনা সভাতে জানা যায়।
নুতন বসবাসকারীগন অনেকেই কোন সংস্থার থেকে ইন্টারভিউতে ডাক পাননি বলে অভিযোগ করেন। গবেষনা করে দেখা গেছে যে তাদের আগের দেশের জীবনপঞ্জী (Curriculum Vitae) নিউজিল্যান্ড জীবনপঞ্জী থেকে অনেকটা আলাদা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য এগিয়ে এসেছে 'কেরিয়ার সার্ভিস'। কেরিয়ার সংক্রান্ত পরামর্শদাতারা সভ্যগনদের তাদের ভবিষ্যত কর্মজীবনের ছক আঁকতে সাহায্য করেন। অংশগ্রহনকারীদের নিজেদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার উপর বিশেষ জোড় দেওয়া হয়। এনারা সপ্তাহে তিনদিন এখানে আসেন। এছাড়া মানাকাউতে বা নর্থশোরেও এদের অফিসে যোগাযোগ করা যায়। এ ব্যতিত তারা চাকুরী খুঁজতে কোথায় কোথায় যোগাযোগ করতে হবে এবং ইন্টারভিউর সময় কিভাবে বাক্যালাপ করতে হবে তাও এখানে আলোচনা করা হয়ে থাকে।
এই প্রোগ্রাম শুধুমাত্র কর্মবিহীনদের জন্য নয়। যারা নিজেদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এদেশে চাকরী করেন না, এরা তাঁদেরও সাহায্য করে থাকে। এই সংস্থা অগ্রনী হয়ে 'প্রবাসী শিক্ষক সেমিনার' আয়োজন করেছিল এবং অংশগ্রহনকারীগন তার থেকে বহু সুবিধা লাভ করেছে বলে জানা গেছে। এরা এখন ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে একটি সাহায্যকারী দল তৈরী করেছেন যাতে ইঞ্জিনিয়াররা তাদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী চাকরি করতে পারেন। নিকট ভবিষ্যতে তারা প্রবাসী হিসাবরক্ষকদের নিয়েও এই রকম দল তৈরী করবে বলে ভাবছে।
এ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানার জন্যঃ দুর্গা রায়, ম্যানেজার, ইনফরমেশন সার্ভিস, ০৯ ৬২৫৩০৯৬ এ ফোন করুন বা রিসিপসনে ০৯ ৬২৫ ২৪৪০ এ ফোন করে নিজেকে রেজিস্ট্রেশন করুন।

'Make Poverty History'

Muhammad Hossain Somy, Auckland

We all work hard everyday and strive to make a better future, to have a better lifestyle, keep up with technology and fashion, and work towards buying a car or a house. And once we achieve all that we find something else to work towards. In fact anyone who has studied basic economics knows that it is human nature to have unlimited wants. But all of us have the bare necessities we need to survive. But we often forget about the people around the world who live in severe poverty and live without food, clean water or shelter, while the rest of the world lives a life of luxury, often not even aware of the poverty the rest of the world is in.
The rich get richer and the poor get poorer everyday. And what is being done about this? I am writing this article of the eve on the 2005 G8 Summit being held in Scotland. The leaders of the 8 most prosperous and powerful nations in the world, USA, Canada, Great Britain, Italy, France, Germany, Russia and Japan gather for a 3 day summit to discuss the economic, environmental and social situation of the world and its future. Their main agendas include – tackling global warming, helping African nations trade out of poverty, debt relief for the poorest countries, and also Aid packages to help African nations.
One of the biggest issues campaigners want talked about is the situation in Africa. Concerts held by popular singers and other important figures like Nelson Mandela have all raised one proposal for the G8 – 'Make Poverty History'.
In the past 30 years Africa has been struggling with civil wars, AIDS, famine, corrupt regimes and has been exploited of all their natural resources. And with so many civil wars and regime changes they are now strangled in over $440 billion in debt. As a result the people of Africa have been left in a very helpless state of poverty, starvation and disease.
So what are the G8 likely to do to help them? By the time this article goes to press the outcome of the summit will already have been decided. Among the list of issues, the few of the more important ones are – $440 billion in debt to be written off for African nations, and an immediate Aid package of $50 billion to help rebuild their infrastructure and fight AIDS and other diseases.
But the likely out come being discussed is an Aid package of $25 million over the next 5 years. That is 0.01% of the combined economic wealth of the richest donors. Surely they can do better. An estimated 55 million children could die of disease if the funds are not available right away. Africa is in a state of urgent need for assistance.
Everyone talks about human rights and equality among all races. How is it right and equal that a vast number of people in Africa live in poverty while we enjoy the luxuries of life?
What can we do? Obviously no one person or even a group of people

alone can make a difference. But we can all make our own little efforts and try to make a difference. More than 30 million people around the world sent text messages in support of the 'Make Poverty History' campaign. But there are still millions of people out there who are not aware of how the rest of the world lives. What we should do is spread the awareness, get more people to realise what a dire state of need Africa is in, know that there are people out there who are not as fortunate as u or I. Every little effort counts and if more people are aware of the problem in future there will be more people campaigning to convince the G8 and other wealthy nations to take more action and be more involved in helping Africa and other poor countries.
The world is a global village, it is our duty and responsibility to help wipe out poverty so our future generations live in a world where every human being has an equal opportunity to prosper and have a happy and healthy life. A world free of poverty, discrimination, corruption, disease and pollution. And to have that future we need to make the effort and sacrifice now. So let's spread the word around and 'make poverty history'!

কবিতা

সেই পরশে

ঝিনিমিনি, অকল্যান্ড

কবিতা আসে।
চোখে ভাসে।
কবিতা আসে
ফুলের বাসে।
তবু দগ্ধ শ্বাসে,
কাহার আশে?
কবিতা হাসে,
পাশে বসে
অংক কষে।
সে আসে
সর্বনাশে,
হেটে আসে
পরবাসে,
সুধারসে
হরণ-হরষে।
মর্ম ধ্বসে
সেই পরশে॥
কবিতা চাষে
আগাছা ত্রাসে,
পরাণ বরষে
নয়নে সরসে॥
হারিয়ে বাঁশী
প্রানেরই মাসী,
জাগে নীশি
একলা সারসী।
কবিতা তখনি
তটিনী কি হরিনী।
শ্বাসত বাণী,
জানি,মানি,হানি॥

ভাবনার টানাপোড়েন

মিতা দে, অকল্যান্ড

চারিদিকে ঘনঘোর অমানিশা
শব্দবিহীন রাতের এই নিরব পরিবেশে
বিনিদ্র ভেবে চলেছে একা একা
এক চিলতে আকাশ, মুক্ত বিহঙ্গ
কাশফুলে ঘেরা ছোট্ট নদী, আর
বাঁশঝারের ফাঁকে ঝি ঝি পোকার শব্দ
অচেনা এই নিরব পরিবেশটাকে
কেবলই ভারী করে তুলছে।

ছোট্ট ঘরের খুপরিতে বসে
আকাশ দেখা হয়নি দুচোখ ভরে
ইচ্ছে থাকলেও বিশুদ্ধ বাতাসে
দম নেয়া হয়নি বুক ফুলিয়ে
এখানে, এই প্রবাস জীবনে
আকাশতারা, কল্পতরুর রাজ্যটাকে
মানিয়ে চলছে বেশ
তবুও যেন কি হারিয়ে
খুঁজে বেড়ায় অবুঝ মনে
সে তো আর কিছু নয়
নিজের চেনা স্বাধীন জগৎ
যাকে ঘিরে আছে
রক্তের বাঁধন আর
ভালবাসার তাজমহল.

তুমি

মাসুদ রানা, তাউরাঙ্গা

তুমি কুয়াশা ভরা ঠান্ডা ভোরের কালো বর্ণের কাক
অথবা তুমি ওই নীল আকাশে কোন এক পাখির ঝাক।
তুমি কোটি বা-লীর জেগে ওঠা কাংক্ষিত কোন প্রভাত
অথবা তুমি ঈশ্বরের কাছে তোলা প্রার্থনার কোন হাত।
তুমি বাঙালী কোন কিষানীর ক্লান্তিময় দুপুর
অথবা তুমি কোন দুরন্ত কিশোরীর পায়ের নুপুর।
তুমি গোধূলীর আকাশের স্নিগ্ধতার আদর
নয়তবা তুমি আকাশী শাড়ী পরা কোন মায়ের আঁচল।
তুমি সলতে ধরা কুপি জ্বালানো শীতের কোন সাজ
অথবা তুমি ভাটিয়ালী গাওয়া কোন এক মাঝির গলার কাজ।
তুমি জোনাকি জ্বলা নিস্তব্ধ পুর্নিমার কোন এক রজনী
অথবা তুমি মোয়াজ্জিনের দেয়া ভোররাতের আজানের ধ্বনি।
তুমি শত কোটি রূপে ভরা রূপসী বাংলাদেশ
তাই আমি লিখে যাই শুধু তোমারই রূপের রেশ।

আমার ইচ্ছা

আবরিন শামসুদ্দীন (ফারিয়া)

ইচ্ছা হয় উড়ে যেতে
আকাশ থেকে অনেক দূরে
নীল আকাশে চাঁদের দেশে
যেথায় ফুল পরীরা ঘুমিয়ে থাকে
নিশ্চুপ সব ভালবেসে।

ইচ্ছা হয় বৃষ্টি হতে
ঝমঝিমিয়ে নেমে এসে
পূর্ণ ধরা ধুয়ে মুছে
ফুল বাগানে ফুল ফুটাতে।

ইচ্ছা হয় পাহাড় হতে
দৃঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে
বন্যা খড়া বেধে রেখে
গরীব দুঃখিকে সুখ ছড়াতে।

ইচ্ছা হয় বাতাস হয়ে,
সবার কানে গুনগুনিয়ে
শৃঙ্খলা আর সততার গান শুনাতে।

ইচ্ছা হয় উদার হতে
আমার দেশকে ভালবাসতে,
সুখ শান্তির নীড় গড়তে।

আমরা হলাম ফুলের কুড়ি
ফুলবাগানের নতুনদিনের,
সবার হাতে জ্ঞানের মশাল
অন্ধকারকে হার মানাবে।

মনের মাঝে অনেক আশা
ইচ্ছাগুলি ছড়িয়ে যাবে
দেশ হতে এক দেশান্তরে
সবার মাঝে আলো ছড়াতে
সব বৈষম্য ভুলে গিয়ে
সুখ শান্তির শীতল তলে।

হাসি-ঠাট্টা

কথোপকথন

পাঠকমন্ডলী, 'কথোপকথন' এ আমরা এবার কথা বলব আনজিরা রহমান শাখীর সাথে। কিন্নরকণ্ঠী এই রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সপরিবারে অকল্যান্ডে বসবাস করেন। ওনার সাথে কথোপকথনের কিছু অংশ প্রশ্ন উত্তরে তুলে ধরছি।

প্রশ্নঃ আপনি কতদিন ধরে গান করেন?
উত্তরঃ আমি ছোটবেলা থেকেই গান করি।
প্রশ্নঃ আপনি কার কাছে গান শিখেছেন?
উত্তরঃ আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কাছে গান শিখেছি। ছোটবেলায় প্রথম যার কাছে শিখেছিলাম, তাঁর নামটা আমার মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে যে ওনাকে পাঠান স্যার বলে ডাকতাম। তবে আমি গান আর সুর চিনেছি প্রথম প্রতাপ সরকারের কাছে। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে মৃণালকান্তি সেনের নাম উল্লেখযোগ্য।
প্রশ্নঃ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে কোথাও গান শিখেছেন?
উত্তরঃ আমি ছায়ানটে প্রায় দেড় বছর গান শিখেছি। ছায়ানটের শিক্ষকদের মাঝে সনজীদা খাতুন ওয়াহিদুল হকের নাম উল্লেখযোগ্য। এরপর রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা যখন প্রথম ওনার গানের স্কুল 'সুরের ধারা' শুরু করেন, আমি ওনার উদ্বোধনী ব্যাচের ছাত্রী ছিলাম। এছাড়া বগুড়াতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে আমি নিয়মিত রবীন্দ্রসংগীত চর্চা করতাম।
প্রশ্নঃ আপনি কি বাংলাদেশে রেডিও অথবা টিভিতে গান গাইতেন?
উত্তরঃ আমি ছোটবেলা থেকে রংপুর রেডিওতে কচিকাঁচার আসরে নিয়মিত অংশগ্রহন করতাম। মাঝে কিছুদিন অনিয়মিত ছিলাম। এরপরে ১৯৮৭ সালের দিক থেকে নিয়মিত রংপুর ও ঢাকা রেডিওতে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবে গান গেয়েছি।
প্রশ্নঃ গানকে কখনও পেশা হিসেবে নেয়ার কথা চিন্তা করেছেন?
উত্তরঃ ছোটবেলা থেকেই আমি শখের বশে গান করি, পেশা হিসেবে নেবার কথা কখনো ভাবিনি।
প্রশ্নঃ রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া অন্য কোন গান করেন কি?
উত্তরঃ আমি প্রথম যখন গান শিখি তখন সবধরনের গানই গাইতাম, তারপর এস এস সি পাস করার পরে থেকে সবাই আমাকে রবীন্দ্রসংগীতের জন্যই বেশী উৎসাহ দিত। তখন থেকেই মূলত শুধু রবীন্দ্রসংগীত গাই।
প্রশ্নঃ আপনি যখন গান শিখতেন কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছেন?
উত্তরঃ ১৯৮৭ বা ১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিভাগীয় প্রতিযোগিতায় রাজশাহী বিভাগ থেকে প্রথম হয়েছিলাম আমি। এছাড়া জাতীয় রবীন্দ্রসংগীত সম্মেলন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় আমি একজন সদস্য হিসেবে অংশগ্রহন করে প্রথম হয়েছিলাম। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য নানা জায়গায় আমি আরও অনেক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহন করেছি, আর রবীন্দ্রসংগীতের জন্য সবসময় প্রথম পুরস্কার পেয়েছি।
প্রশ্নঃ গানের ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশি উৎসাহ কার কাছ থেকে পান?
উত্তরঃ আমার বাবা মা তো অবশ্যই আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন, আমার স্বামী শিমুলও সবসময় আমাকে উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তবে গান গাইবার সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছি আমার গানের শ্রোতাদের কাছ থেকে।
প্রশ্নঃ আপনার প্রিয় শিল্পী কে কে?
উত্তরঃ প্রিয় শিল্পীদের মধ্যে দেশে রয়েছে - রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, মিতা হক আর ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে সুবিনয় রায়, সাগর সেন, ঋতু গুহ, কণিকা ব্যানার্জী, সুচিত্রা মিত্র, এছাড়াও আরও অনেকের গান পছন্দ করি আমি।
প্রশ্নঃ আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু বলুন।
উত্তরঃ আমার স্বামী শিমুল, দুই ছেলে ধ্রুব আর নভো, আর আমার ছোটভাই এহসানকে নিয়ে আমার পরিবার। শিমুল পেশায় একজন চিকিৎসক। ধ্রুবর বয়স পাঁচ বছর আর নভোর দেড় বছর।

প্রশ্নঃ দশই জুলাই 'সোসাইটি'র প্রোগ্রামে আপনি অংশগ্রহন করতে যাচ্ছেন। এই প্রোগ্রামটি সম্পর্কে আপনার অনুভূতি কি?
উত্তরঃ উদ্যোক্তারা অনেক শ্রম ও মেধা দিয়েছেন অনুষ্ঠানটির জন্য, আশা করছি খুবই সাক্সেসফুল অনুষ্ঠান হবে, আর আমিও বেশ আনন্দিত নিজেকে এই উদ্যোগের অংশ ভাবতে পেরে।

সংগ্রহঃ লিসা শোয়েব

রেডিও একতারা
শুনুন প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭:১০ থেকে
১০৪.৬ FM ব্যান্ডে

সুস্বাস্থ্যর জন্য পাণীয়
স্বাস্থ্যকর পানীয়র -গাপন রহস্য:

গাজর + আদা + আ-পল
শরী-রর অভ্যন্ত-রর দূষীত পদার্থ পরিস্কা-র সাহায্য ক-র ও শরীর স-তজ রা-খ।

আ-পল + শসা + স্য-লরী
ক্যান্সার প্রতি-রাধক, -কা-ল-স্টরল -রাধক, -প-টর পীড়া ও মাথা ব্যাথার উপশম

-টা-ম-টা + গাজর + আ-পল
ত-ক্বর রং উজ্জল ক-র এবং মু-খর দূর্গন্ধ দূর ক-র

করলা + আ-পল + দুধ
মু-খর দূর্গন্ধ দূর ক-র এবং শরী-রর উত্তাপ নিয়ন্ত্র-ণ রা-খ।

কমলা + আদা + শসা
শরী-রর ত্ব-কর আদ্রতা ও সুর্দয্য বজায় রা-খ এবং শরী-রর উত্তাপ কমায়

আনারস + আ-পল + তরমুজ
শরী-রর অতিরিক্ত লবন র্নিগম-ন সাহয্য ক-র এবং কিডনী ও মুত্র-থলি স-তজ রা-খ

আ-পল + শসা + কিউই ফল
ত্ব-কর উজ্জ্বলতা বাড়ায়

পিয়ার + কলা
শরী-রর সুগার নিয়ন্ত্র-ণ রা-খ।

গাজর + আ-পল + পিয়ার + আম
শরী-রর উত্তাপ দূর ক-র, বিষ ক্রিয়া প্রতি-রাধ ক-র, রক্ত চাপ কমায় এবং মরিচাযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া প্রতি-রাধ ক-র।

হানিডিউ + আংগুর + তরমুজ + দুধ
ভিটামিন সি ও বি২ সমৃদ্ধ - -কাষ ক্রিয়া বৃদ্ধি ক-র এবং শরী-রর প্রতি-রাধ ক্ষমতা বাড়ায়।

-পঁ-প + আনারস + দুধ
ভিটামিন সি, ই ও -লাহ সমৃদ্ধ - ত্ব-কর উজ্জ্বলতা ও বিপাক-ক্রিয়া বাড়ায়।

কলা + আনারস + দুধ
ভিটামিন ও পুষ্ঠি সমৃদ্ধ এবং -কাষ্ঠকাঠিন্য প্রতি-রাধ ক-র।

সংগ্রহ: আ-য়শা -চৌধুরী, অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড।

THE NAME YOU CAN TRUST
MOHAMMEDS
HALAL MEATS (NZ) LTD

Importers, Exporters,
Wholesalers, Retailers & Processors of
Prime Quality Halal Meat,
Sea Food and Frozen Vegetables

Special of the Month:

Lamb Shanks☐ ☐ $4.49 per Kg
Lamb Shoulder chops☐ $4.49 per Kg
Whole Fresh Lamb☐ $5.49 per Kg
Chicken No:20☐ ☐ $7.95 each

And many more indoor specials

Retail Shop
208 Richardson Road
Mt. Roskill, Auckland
Ph: 09 620 9798
Fax: 09 620 6012

Wholesale Factory
3 St. Jude Street
Avondale, Auckland
Ph: 09 820 9786
Fax:09 820 9792

Website: www.mohammeds.co.nz
Email: halal@mohammeds.co.nz; mohammeds@xtra.co.nz

BNZFS Activities

AUTOCad কোর্স: ক্লাস নিচ্ছেন জনাব মুস্তাফিজুর রহমান

AUTOCad কোর্সে অংশগ্রহনকারীগন

An overnight camping had been organised by the sports section of the Bangladesh New Zealand Friendship Society on 21 & 22 May 2005 at the Kauaeranga Forest Education Camp, Thames. Here

Ekram Bhai checking names of the guests

Front passage of the main camp

হাতে লাঠি মাথায় ঝাকরা চুল কানে তাদের গোঁজা জবার ফুল

‘সে যে বসে আছে একা একা’

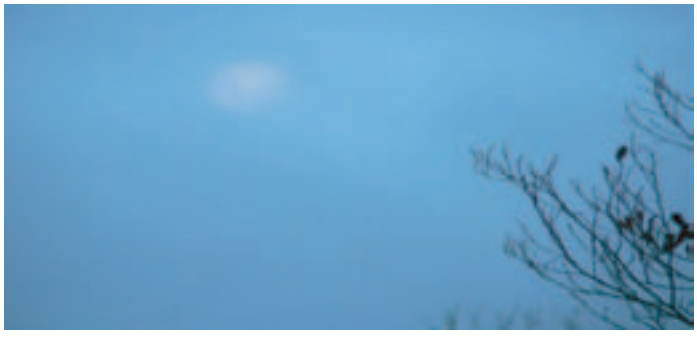

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে

Dinner Time at the Camping

একটি হারানো বিজ্ঞপ্তিঃ পার্থদার তবলাজোড়া হারাইয়া গিয়াছে

গানবাজনার প্রস্তুতি

BNZFS 10th July Programme Preparation

শব্দ – জব্দ

গত সংখ্যার উত্তরঃ

	১ আঁ	২ ধা	র	
৩ আ		ক্কা		৪ জ
৫ দ	স্যু		৬ হ	ল্লা
ম		৭ গা		দ
	৮ বি	ধা	ন	

আমাদের গত সংখ্যার বিজয়ী জনাব শহীদ ফাত্তাহ্, অকল্যান্ড। আপনার ঠিকানায় পৌঁছে যাবে Mecca Stonehouse Cafe, Mission Bay এর ত্রিশ ডলারের ভাউচার।

আগামী সংখ্যা থেকে শব্দ-জব্দ নিয়মিত ছাপা হবে।

Bangladesh New Zealand Friendship Society Inc.
P O Box 27701,Mt Roskill,
Auckland 1030, New Zealand
Telephone: 09-6209970 Fax: 09-6209971
Email: info@bnzfs.org, ayojon@bnzfs.org

Find us on the web on http://www.bnzfs.org/